www.facebook.com/purbottar

www.purbottar.in

RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

রাজ্যে কুস্তিতে সেরা নন্দন

৮ নং পাতায়

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৫, সংখ্যা: ২২, কোচবিহার, শুক্রবার, ৫ নভেম্বর – ১৮ নভেম্বর, ২০২১, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮ | Vol: 25, Issue: 22, Cooch Behar, Friday, 5 November - 18 November 2021, Pages: 8, Rs. 3

উদয়নের উত্থান

কোচবিহার: উপনির্বাচনের আগে কোচবিহার জেলা তৃণমূল চেয়ারম্যান উদয়ন গুহ দাবি করেছিলেন দিনহাটাকে বিজেপি শূন্য করে রেকর্ড ভোটে জয়ী হওয়ার। এবার হাতেকলমে তা করেও দেখালেন। উপনির্বাচনে তৃণমূলের প্রধান প্রতিপক্ষ বিজেপি প্রার্থী অশোক মণ্ডলকে ১,৬৪,০৮৯ ভোটে পরাজিত করে অনেকটা একতরফা ভাবে জয়ী হলেন উদয়ন গুহ। একই সঙ্গে কোচবিহারে পুরোপুরি মুখ থুবড়ে পড়ল গেরুয়া শিবির।

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বর্তমানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক দিনহাটা কেন্দ্র থেকে ৫৭ ভোটে জিতেছিলেন। নিশীথ প্রামাণিক ভোটে জিতেও সাংসদ পদকেই বেছে নেন, তাই দিনহাটা আসনটি বিধায়কশূন্য হয়ে পড়ে। আর এই কারণেই দিনহাটা সহ আরও চার বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এবারের উপনির্বাচনে দিনহাটার মানুষ উদয়ন গুহ-এর ওপরেই ভরসা রাখে। যদিও উপনির্বাচনে চার কেন্দ্রেই জোড়া ফুল জিতবে বলে আগাম ভবিষ্যতবাণী ছিল তৃণমূল শিবিরের। এদিন মঙ্গলবার, ২ নভেম্বর ভোট গণনা শুরু হতে সেই ভবিষ্যতবাণী মিলতেও শুরু করে। প্রথম থেকেই একতরফা ভাবে এগিয়ে যান উদয়ন। বিরাট ব্যবধানে এগিয়ে থাকার নির্বাচন কমিশনের উদয়নকে জয়ী ঘোষণা করার আগেই তৃণমূল কর্মীদের বিজয় উল্লাস শুরু হয়ে যায়। সুভাষ ভবনের সামনে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা বিজয় উৎসবে মাতেন। অন্যদিকে দক্ষিণবঙ্গের উপনির্বাচনে উত্তর ২৪ পরগনার খড়দা, দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবা এবং নদিয়ার শান্তিপুরেও ক্লিন সুইপ জোড়াফুলের।

উদয়ন গুহ উপনির্বাচনে জয়ী হয়ে পরিবার সহ পুজো দিচ্ছেন মন্দিরে, সঙ্গে রয়েছেন পার্থপ্রতিম রায়

দিনের শেষে গননায় তৃণমূল প্রার্থী উদয়ন গুহ মোট ১,৮৯,৫৭৫ ভোট, বিজেপি প্রার্থী ২৫,৪৮৬ ভোট এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রার্থী আবদুর রাউফ ৬,২৮০ ভোট পেয়েছেন। তৃণমূল প্রার্থী উদয়ন গুহ বলেছেন, 'টার্গেট ছিল রেকর্ড ভোটে জয়লাভের। আমরা সফল। এটা আমার নয়, মানুষের জয়। আমরা খুশি। এই জয়খুশির জয়, দায়িত্বের। মানুষ যে বিভাজন, অন্যায়ের রাজনীতি পছন্দ করেন না তা ফের বুঝিয়ে দিলেন।'

২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর বিজেপি কর্মীদের ওপর হামলা, বাড়ি ঘর ভাঙচুরের একাধিক অভিযোগ উঠেছিল দিনহাটায়। এই বিষয়টিকে মাথায় নির্বাচন কমিশন দিনহাটা বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটের দিন ২৭ কোম্পানি বাহিনী নিয়োগ করেছিল। দিনহাটায় মোট বুথের সংখ্যা ছিল ৪১৭টি। উপনির্বাচনে বিধানসভা কেন্দ্রের ৫১টি বুথকে স্পর্শকাতর এবং ১০২টি বুথকে অতি স্পর্শকাতরও ঘোষণা করা হয়েছিল।

২০০৬ সালে বামেদের রাজত্বে ফরওয়ার্ড ব্লকের হয়ে উদয়ন গুহ এই বিধানসভা কেন্দ্র থেকেই তৃণমূলের টিকিটে দাঁড়ানো অশোক মণ্ডলের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন। সেই সময় অশোক মণ্ডলের সামনে পরাজিত হতে হয়েছিল উদয়ন গুহকে। পরবর্তীতে অশোকের বিজেপিতে এবং উদয়নের তৃণমূলে দল বদল হয়। এবার ভিন্ন দলের হয়ে ফের তাঁদের দুজনের মুখোমুখিতে শেষ হাসি হাসলেন উদয়ন।

এই উপনির্বাচনে দিনহাটায় তৃণমূলের জয় দলের জন্য শুধু বিধানসভায় আরও একটি সদস্য সংখ্যা বাড়িয়ে নেওয়া নয়। দক্ষিণবঙ্গে যখন তৃণমূলের ঝড় বইছে তখনও উত্তরবঙ্গে নিজেদের অধিপত্য তৈরি করেছিল বিজেপি। দিনহাটায় এই বড় ব্যবধানে জয় তৃণমূলের জন্য এবার উত্তরবঙ্গে নতুন আশা জোগাবে তাতে সন্দেহ নেই।

পেট্রোল-ডিজেলের দরে বড় স্বস্তি দেশবাসীর

কলকাতা: বিগত কয়েক সপ্তাহ থেকে পেট্রোল এবং ডিজেলের লাগাতার মূল্যবৃদ্ধির ফলে চাপের মুখে পড়েছিল সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে ট্রাক-বাস মালিকেরা। দেশের অধিকাংশ রাজ্যগুলিতে পেট্রোল ১১০ টাকা এবং ডিজেল ১০০ টাকার গণ্ডি পেরিয়ে গিয়েছিল। পেট্রোল-ডিজেলের দাম বাড়তে থাকার সরাসরি প্রভাব পড়ছিল বাজারদরে। হু হু করে বাড়ছিল নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম। ফলে দেশের প্রত্যেক অংশ থেকে

কেন্দ্রের উপর চাপ বাড়ছিল পেট্রোল-ডিজেলের ওপর থেকে কর কমানোর, অনেকে আবার পেট্রল-ডিজেল'কে জিএসটি'র অধিনে আনার দাবি জানাচ্ছিল।

সেই সব দাবি-দাবার চাপে পরে কালীপূজার ঠিক আগেই পেট্রোল-ডিজেলের দাম কমিয়ে দেশবাসীকে বড়সড় স্বস্তি দিয়েছে কেন্দ্র। পেট্রোল-ডিজেলে বড়সড় এক্সাইজ ডিউটির ওপর ছাড় ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় সরকার। একধাক্কায় পেট্রোলের দাম লিটারপ্রতি পাঁচ টাকা এবং ডিজেলের দাম লিটারপ্রতি দশ টাকা কমিয়ে দেওয়া হয়। সঙ্গে রাজ্য সরকারগুলিকেও পেট্রোল-ডিজেলের দাম কমানোর বিষয়ে ভাবতে বলা হয়।

এর পর তিনের পাতায়

পরিত্যাক্ত পরে আছে কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল

জলপাইগুড়ি: সরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল তৈরি করতে কোটি টাকা ব্যয় করলেও স্কুলগুলি চালু হয়নি আজও। স্কুল পরিদর্শকরাও স্কুল সম্পর্কে অজ্ঞাত। ২০১১ সালে রাজ্যে শাসকদল বদলানোর পর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সচল করার উদ্দেশ্যে নতুন নির্দেশিকা দিয়েছিলেন এবং স্কুলছুটদের আবার স্কুলমুখী করার তাগিদে একাধিক স্কুল তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

২০১৩ সালে রাজ্যে ৪০টি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল খোলার পরামর্শ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। যাতে সেইসব স্কুলে গরিব, অসহায় চা বাগানের ছেলেমেয়েরা অনেক কম খরচে পড়াশোনা করতে পারে। গরিব ঘরের ছেলেমেয়েরা বেশিরভাগ সময় উচ্চশিক্ষার জন্য ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়ার সুযোগ পায় না। তাদের কথা ভেবেই এই উদ্যোগ নিয়েছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। যেমন ভাবনা তেমন কাজ, কোটি টাকা ব্যয় করে স্কুলও তৈরি হল। কিন্তু ২০১৩ সালের নির্দেশিকা অনুযায়ী স্কুল তৈরি হলেও আজ পর্যন্ত তা চালু হয়েনি। বর্তমানে ঝোঁপ জঙ্গলে পরিনত হয়েছে সেইসব পাকা ইমারত।

জলপাইগুড়ি জেলার গয়ারকাটা থেকে প্রায় ৪ কিমি দুরত্বে আছে তেলিপাড়া গ্রাম, সেটা পুরোটাই চা বাগানএ ঘেরা। সেখানে বাঙালি, আদিবাসি, নেপালি ও রাজবংশী ইত্যাদি বিভিন্ন জনজাতির বসবাস। সেখানকার বিন্নাগুড়ি এলাকায় রয়েছে বেশ কয়েকটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল, সেখানে পড়তে গেলে মোটা অঙ্কের টাকার প্রয়োজন। কিন্তু এত টাকা খরচ করে পড়ার ক্ষমতা সেই সব ছেলেমেয়েদের নেই।

এর পর তিনের পাতায়

কোচবিহারের সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে উধাও কোটি টাকা

কোচবিহার সমবায় কৃষি ও গ্রামন্নোয়ন ব্যাঙ্ক

কোচবিহার: বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠী সহ ছোট ব্যাবসায়ীদের প্রায় কোটি টাকা উধাও হয়ে গিয়েছে ব্যাঙ্ক থেকে। ঘটনাটি ঘটেছে সাগরদিঘি সংলগ্ন ক্ষুদিরাম সরণীর কোচবিহার সমবায় কৃষি ও গ্রামন্নোয়ন ব্যাঙ্ক থেকে। ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ইতিমধ্যে এক মহিলা ব্যাঙ্ক কর্মীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। গঠিত হয়েছে তদন্ত কমিটিও। ৫ নভেম্বর ব্যাঙ্কে জরুরী বোর্ড মিটিং ডাকা হয়েছে।

অক্টোবর মাসে হিসাব মেলাতে গিয়ে প্রায় কোটি টাকার গড়মিল পান ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ। বিষয়টি তারা তড়িঘড়ি রাজ্য সমবায় দপ্তরে জানায়। খবর পাওয়ার পর কোঅপারেটিভ সোসাইটির জয়েন্ট রেজিস্ট্রার চিন্ময় গুপ্তের নেতৃত্ব একটি টিম এসে ঘটনার প্রাথমিক তদন্তও করে গেছে। ব্যাঙ্কে মোট ২৭ হাজার অ্যাকাউন্ট হোল্ডার রয়েছেন। এর মধ্যে ৮,০০০ জনকে লোন দেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে ব্যাঙ্কে বছরে প্রায় ৩০-৪০ কোটি টাকার লেনদেন হয়।

ব্যাঙ্ক সূত্রে জানা গিয়েছে, অটোনমাস বডি থাকলেও কোচবিহার কোঅপারেটিভ এগরিকালচার এন্ড রুরাল ডেভলপমেণ্ট ব্যাঙ্কটি সমবায় দপ্তরের অধীনে রয়েছে। ১৬ জনের কমিটিতে চেয়ারম্যান রয়েছেন উমেশ চন্দ্র রাঙ্গীশ। ভাইস চেয়ারম্যান রয়েছেন, তৃণমূল নেতা তথা ডাওয়াগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়তের সোলেমান মিঞা। প্রসঙ্গত, ব্যাঙ্কে প্রায় ২,৬০০ মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর অ্যাকাউন্ট আছে। প্রতিটি গোষ্ঠীতে ১০ জন করে মহিলা রয়েছেন। প্রত্যেক মহিলা এই অ্যাকাউন্টে টাকা রাখেন। এই অ্যাকাউন্ট গুলিতে মাসে কমপক্ষে হাজার টাকা রাখতে হয়।

ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান উমেশচন্দ্র রায় বলেন, প্রাথমিক ভাবে আমাদের হিসাবে ৮৮ লক্ষ টাকা পাওয়া যাচ্ছেনা। তদন্ত শেষ হলে এই টাকার পরিমাণ আরও বাড়তে পারে। ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ২৫ অক্টোবর এক মহিলা কর্মীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। তাঁর কাছ থেকে এখনও পর্যন্ত ১৫ লাখ টাকা পাওয়া গিয়েছে। প্রয়োজনে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

রাজনগর দর্পণ

কোচবিহার রাসমেলা:

কোচবিহার রাসমেলার সূচনা করেছিলেন মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ন ১৮১২ সালে। পরে মহারাজা নিপেন্দ্র নারায়ন ১৮৯০ সালে মদন মোহন মন্দিরটি নির্মাণ করেন। প্রতিবছর রাস পূর্ণিমাতে মদন মোহন মন্দিরে এক বিশেষ পুজোর আয়োজন করা হয়। এই পুজোর উপলক্ষ্যেই প্রতি বছর কোচবিহারে রাসমেলার আসর বসে।

চিনিকে চেনেন? - ডাঃ মানস চক্রবর্তী

যে দেশে ভালোবাসার নাম 'আর চাট্টে ভাত দি?' আর উৎসবের নাম 'মিষ্টিমুখ' সে দেশে মিষ্টি নিয়ে এত তেতো কথা ভালো লাগার কথা নয় - কিন্তু সত্যি এড়িয়ে বাঁচবো কিভাবে ?

ঠারে ঠোরে বোঝা যাচ্ছে যে চিনি ব্যাপার টা মদের থেকে কিছুমাত্র কম খতরনক নয়। চিনির নেশায় কি আপনি আক্রান্ত? একটা টেস্ট আছে - বলবো একটু বাদেই।

বিজ্ঞানীরা এখন বলছেন মদ খেলে যে সমস্ত অসুখ-বিসুখ হতে পারে তার বারোটার মধ্যে আটখানাই হতে পারে চিনি খেলেও। কি কান্ড বলুন দেখি ?

এমন অলুক্ষুনে কথা কেউ বলেছে কখনো? দেখা যাচ্ছে লাখ লাখ ভারতীয় নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন চিনিতে। এ রহস্যে এমএলএ, এম পি কিভাবে জড়িত? টাইমস অফ ইন্ডিয়ার রিপোর্টও দেখবো আমরা।
চিনি আবিষ্কার কোন দেশে হয়েছিল জানেন কি? আসলে কি বুঝলেন, প্রকৃতি যাকে করে রেখেছিল দুর্লভ আমরা তাকে করেছি সুলভ।

প্রকৃতি যে সম্পদ কে নিজের কোটরে গোপন করে রেখেছিলো, মৌমাছি দিয়ে পাহারা দিয়ে রেখেছিলো , তার ঝাঁপি খুলে সামলাতে পারছিনা আমরা আর - মরছি তারই প্রতিক্রিয়ায়। কুড়ুল আপনার, পা ও আপনার, আপনি নিজেকে নিয়ে কি করবেন তার সিদ্ধান্ত আপনার নিজের কেবল দয়া করে দেশের ক্ষতিটি করবেন না। পারলে নিজের পরিবারকেও রক্ষা করুন। বিশদে জানতে চান?

অনেক সময় আমরা ভেবে ফেলি যে সব সমস্যার কারণ বোধহয় শরীরের মেদ ! কিন্তু আদতে আমরা রায়বাবু একটু মোটাসোটা বলে ওনার ডায়াবেটিস, হাই ব্লাড প্রেসার এর বেশ গ্রহণযোগ্য উত্তর আমরা মনে মনে সাজিয়ে নিই। ওদিকে ওপাড়ার চাকলাদার বাবু, যিনি কিনা নিজের সূক্ষতার কারণে, বন্ধুমহলে সরুচাকলি বলে খ্যাত, তাঁর ডায়াবেটিস হওয়ার পিছনে আপনি কী কী কারণ সাজাবেন শুনি?

গত ৫০ বছরের খতিয়ান নিয়ে দেখা যায় সারা পৃথিবীতে চিনির মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার বেড়েছে প্রায় তিন গুণ, সাথে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে ডায়াবেটিস, ব্লাড প্রেসার ইত্যাদি।

ইউনাইটেড নেশনস এর মতো সংস্থা মারণ রোগের কারণ হিসেবে তিনটে গোদা গোদা কারণ আবিষ্কার করেছেন - তামাক, মদ এবং প্লিজ আশ্চর্য হবেন না, তৃতীয় অপরাধী হলো অতিরিক্ত খাবার দাবার এবং চিনি। এই তিনটের মধ্যে দুটো ---তামাক এবং মদ আজকাল পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশেই সরকার নিয়ন্ত্রিত হয়ে গেছে মানে ইচ্ছামত সেটা কেনা যায় না বা ক্রেতার একটা নির্দিষ্ট বয়সের বিধিনিষেধ রয়েছে বা সব দোকানে সেটা পাওয়াও যায় না।

অথচ তৃতীয় অপরাধী বা অতিরিক্ত চিনি সমস্ত বিধি-নিষেধের রক্তচক্ষুকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে সগর্বে ঘুরে বেড়াচ্ছে, শুধু তাই না মিষ্টি, কেক , শির খুরমা ছাড়া আমাদের উৎসব, পুজো, ঈদ, ক্রিসমাস সবই অপূর্ণ মনে হয়।

অথচ এখন সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত অতিরিক্ত মিষ্টিজাতীয় খাবার ডায়াবিটিস এবং ক্যান্সারের মতো মারণ রোগ সৃষ্টি করতে পারে। আবার এটাও প্রমাণিত ক্ষতির দিক থেকে চিনি আর মদের খুব বেশি তফাৎ নেই। WHO খুব কড়া করে নিয়ম করেছে যে বাচ্চা থেকে বুড়ো সব্বার চিনি খাবার অভ্যাসে আমূল পরিবর্তন দরকার। আমাদের দৈনিক খাবারে ২৫ গ্রাম বা ৬ চা চামচের বেশি চিনি খাওয়া উচিত নয়। মনে হচ্ছে না এত চিনিতো আমি খাই না ? শুনুন একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস ক্যান এ থাকে ৯ চা চামচ চিনি। রাস্তার ভাঁড়ের চা, বা রসগোল্লার কথা নাই বা বললাম!

পৃথিবীর অনেক দেশেই এখন চিনিকে বেঁধে ফেলা হচ্ছে নানারকম বিধিনিষেধের মধ্যে। তার উপর ট্যাক্স বসিয়ে বিক্রি-বাট্টা কমানোর চেষ্টা চলছে এবং যাতে অতিরিক্ত চিনি মানুষের পেটে খুব সহজেই না ঢোকে তার জন্য ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে জোরকদমে প্রচারও চলছে। হ্যাঁ শুনতে নিশ্চয়ই অবাক লাগছে - দোষ নেই আপনার-- এগুলো আমাদের স্বার্গাদপী গরীয়সী ভারতবর্ষে হয়না।

তাহলেই চিনিকে তো ভালো করে চিনতেই হয়!
চিনির অষ্টতর শতনাম। নানা গোপন নামে আসেন তিনি। সুগার , গ্লুকোজ , সুক্রোজ, ফ্রুক্টোজ গ্যালাকটোজ, কর্ন সিরাপ কত কিই না নামে চিনি লুকিয়ে থাকে খাবারে। যাতে খুব সহজেই আপনাকে দেওয়া যায় ধোঁকা। আপনি লেবেল পড়ে সুগার লেখা খাবার বাদ দিয়ে ২০০ টাকা বেশি গুনাগার দিয়ে খাসা ব্র্যান্ডেড বিস্কুট কিনে নিয়ে এলেন সুপারমার্কেট থেকে - এসে দেখলেন ও হরি , তাতেও চিনি - নাম কর্ন সিরাপ।

ভারত বর্ষ এবং বেশিরভাগ ইউরোপিয়ান দেশের মিষ্টির যোগান আসে আখ থেকে। আর আমেরিকাতে চিনি আসে হয় ভুট্টা বা কর্ন থেকে। নামে আলাদা হলেও তারা একই রকম সুস্বাদু এবং অস্বাস্থ্যকর। ভারতবর্ষে মাথাপিছু বার্ষিক চিনির চাহিদা কুড়ি কেজিরও বেশি এবং এই চাহিদা বেড়েই চলেছে দিনের পর দিন। ভারতের চিনির খাই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চিনির গড় চাহিদার তুলনায় ঢের বেশি।

দিনের পর দিন ঝুলি থেকে যে সমস্ত রিসার্চ পেপার গুলো বের হচ্ছে তাতে জানতে পারছি চিনি ধীরে ধীরে কাবু করে ফেলছে লিভারের কার্যক্ষমতা এবং হৈহৈ করে নিয়ে আসছে অনেক ক্রনিক ডিজিজ। একটু মিষ্টি মুখ নিশ্চয়ই খারাপ নয় কিন্তু যখন সেটা নিয়মিত হয়ে যায় তখন সেটা হয়ে যায় স্লো পয়জনিং। মশাই এসব বললেই হবে? 'বলি বাবা, ঠাকুরদা সবাই ছানার রসগোল্লা খেয়ে মানুষ আর আমি খেলেই যত আপত্তি ? কদু পিসে যখন বেঁচে ছিলেন বিয়ে বাড়িতে একাই ৫০ টা রসগোল্লা খেতেন - হুহ বাবা বল্লে হবে ? চিনিতে নেশা! যত্তো সব আজগুবে ব্যাপার'।

চলুন একটা পরীক্ষা করে দেখি আপনার চিনি তে নেশা আছে কিনা-

আপনার খাবার-দাবার থেকে চিনি বাদ দিয়ে দিন, বেশি না মাত্র ৩ দিন। শুধু চিনি বাদ নয় যেসব খাবারের মধ্যে লুকোনো চিনি আছে বাদ দিন সেগুলোও।

তিন দিন পরে যদি মনে হয় আপনি কিছুর-ই অভাব বুঝছেন না, ঠিকঠাক আছেন তাহলে আপনি পাশ। আর যদি মনে হয় মনটা চিনি চিনি করছে, না খেলেই কিরকম মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে যাচ্ছে, কাজে মন বসছে না, পেট টা খালি খাই খাই করছে, তবে হ্যাঁ আপনিও চিনির নেশায় আক্রান্ত। সিম্পল।

তাহলে চিনির উপরে কেন কোন ভারতীয় আইন কানুন নেই সেটা আশ্চর্য - তাই তো ?

চলুন একটু দেখে নি বিখ্যাত সোশ্যাল সাইকোলজিস্ট টমাস ব্যাবর কি বলেন। ২০০৩ সালে যুগান্তকারী এক বই প্রকাশ করেন তিনি তার নাম Alcohol - no ordinary commodity। তিনি সেই বইয়ে প্রমাণ করে দেখিয়েছিলেন যে- নেশার চতুর্মুখি ক্ষতিকর প্রভাব থাকে তার জন্য সরকারি বিধিনিষেধ থাকা একান্ত জরুরি। একটা হচ্ছে unavoidability বা যেটাকে এড়িয়ে থাকা শক্ত, toxicity বা বিষক্রিয়ার সম্ভাবনা, potential for abuse বা যেটাতে নেশা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে আর যাতে negative impact on society হয় বা যা সমাজের উপরে খারাপ প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে।

এই সব গুলো তামাক বা মদের আছে তাই মদের ওপর বিধিনিষেধ আছে , কিন্তু এইগুলো চিনির ও আছে -কিন্তু চিনির ওপর বিধিনিষেধ নেই - চিনি লাগাম ছাড়া।

স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলি, ইংল্যান্ড এবং কানাডাতে অবশেষে এতদিন বাদে চিনির উপর ট্যাক্স পরছে, চিনির লাগামছাড়া ব্যবহার খানিকটা হলেও কমাবার জন্য। খাবার তৈরির কোম্পানিগুলোকে বাধ্য করা হচ্ছে প্যাকেটের ওপর বড় বড় করে চিনির পরিমাণ লিখে দেবার জন্য। ঠিক যেমনটা আমাদের দেশের সিগারেট প্যাক এ থাকে। যাতে গ্রাহক নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিতে পারেন। তার থেকে বেশি সরকারের পক্ষে করা সম্ভব নয়।

-দেখে নেই এবার unavoidability বা যেটাকে এড়িয়ে থাকা যায়না ---এই ব্যাপারটা কি?

আপনি যদি মানুষের সভ্যতার ইতিহাস ঘাঁটেন তাহলে আমরা দেখতে পাব যে চিনি কেবলমাত্র বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়েই হাতে পাওয়ার কথা যাকে বলা হয় হারভেস্ট সিজন। অথবা চিনি থাকত গাছের উপরে মৌমাছির চাকে মধু হয়ে। কারণ প্রচুর খাবার পেটে গিয়ে নিজেই চিনি হয়ে যায় তাই আলাদা চিনির দরকার নেই খাবারে। যেমন ভাত, রুটি, আলু, শাঁকালু, বার্লি সবই পেটে গিয়ে চিনি হয়ে যায়। কিন্তু চিনি আবিষ্কার ইস্তক দুহাজার বছর ধরে চিনি র ব্যবহার বেড়েই চলেছে, বেড়েই চলেছে। ইদানীংকালে চিনির ব্যবহার চলছে আরো রমরম করে। বেশিরভাগ প্রসেস ফুড থেকে প্রানপ্রিয় আইসক্রিম চিনি সর্বত্র। ফ্রুট জুস, কোল্ড ড্রিঙ্কস এর চটকদার আবেদনে ভুলে আমরা প্রতিদিন অর্থহীন ৫০০ ক্যালরি চিনি দিয়ে শরীরকে ভরিয়ে ফেলছি - একদম অজান্তে।

-Toxicity বা বিষক্রিয়ার সম্ভাবনা

সায়েন্টিস্ট রা বলছেন চিনি খেলে যে কেবলমাত্র অপ্রয়োজনীয় ক্যালরি শরীরের মধ্যে আসছে তা নয় এর ফল হচ্ছে আরো খারাপ। চিনি খেলে বাড়ছে ব্লাড প্রেসার , কোলেস্টেরলের সমস্যা। ডায়াবেটিসের কথা তো ছেড়েই দিন, চিনির প্রভাবে আমাদের বয়স্ক হবার যে প্রক্রিয়া গুলো মানে ageing process অনেক fast forward হয়ে যায়। আমরা বুড়িয়ে যাই তাড়াতাড়ি। এটা কিন্তু খুব আশ্চর্য নয়। ভেবে দেখুন মদ তৈরি হচ্ছে সেই চিনি থেকেই। তাই দুটোর ক্ষতিকর প্রভাব খুব আলাদা নয় বলাই বাহুল্য।

-নেশা হওয়ার প্রবণতা

সিগারেট বা তামাক জাতীয় জিনিস খেলে বা মদ খেলে পরে আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে একটা ক্রেভিং তৈরী হয় মানে আরো বেশি করে সেগুলো খেতে ইচ্ছে করে আবার আরেকদিন। শেষ পর্যন্ত আমাদের ইচ্ছেগুলো নিয়ন্ত্রিত হয় তামাক বা এলকোহল দিয়ে। একইরকম ভাবে একটু চিনি খেলে আরও মিষ্টি খেতে ইচ্ছা করে, খাবার খেতে ইচ্ছে করে . হয়তো তখন তখুনি নয় কিন্তু একটু বাদেই। শেষ পর্যন্ত এই চিনি মস্তিষ্কের বিভিন্ন রকম নিউরোট্রান্সমিটারস কেমিকাল যেমন লেপটিন, ঘ্রেলিন, ডোপামিন এগুলোর হিসেবে নিকেশ প্রচন্ড পুরো ওলট পালট করে দিয়ে মস্তিষ্ককে খালি বলতে থাকে আরো খাও বা পারলে আরো মিষ্টি খাও।

-সমাজের উপরে ক্ষতিকর প্রভাব

তামাক বা মদ শুধু নিজের নয় আশেপাশের লোকজনেরও ক্ষতি করে। প্যাসিভ স্মোকিং পাশের জন কে---- আবার এলকোহল খেয়ে গাড়ি চালালে রাস্তার বাকি সব্বাইকার বিপদ। যখন কোনো পদার্থ বা সাবস্টেন্স সমাজের ক্ষতি করে তার ওপর নিয়ন্ত্রণ জরুরি। পৃথিবীতে অনেক ক্ষতিকারক পদার্থ রয়েছে সবার ওপর কিন্তু সরকারি নিয়ম নেই। আপনি নিজে খেয়ে নিজের ক্ষতি করতে চাইলে আটকানো বেশ মুশকিল কিন্তু নিজের খেয়ে যদি দেশের ক্ষতি করতে চান তবে নিয়ন্ত্রণ দরকার বৈকি। চিনি এমন একটি জিনিস। মিষ্টির নেশায় মানুষ হচ্ছে মোটা, হচ্ছে অলস, হারাচ্ছে কর্মক্ষমতা, রোগে ভুগে হাসপাতাল বেড আটকে রাখছেন, অর্থনীতি ঝিমিয়ে পড়ছে। আমেরিকার মত দেশে কিছুদিন আগে ৩ প্রাক্তন Surgeon general আর chairman of the US Joint Chiefs of Staff স্থূলতা কে ঘোষণা করেছেন দেশের সুরক্ষার উপরে এক বিশাল হুমকি হিসেবে। কিন্তু তাহলে এত কিছুর পরেও এত চিনি চারদিকে। কেউ কিছু বলেই না কেউ কিছু করেই না। হায়রে ! কিন্তু কেনই বা বলবে? চিনি সস্তা, চিনি খেতে ভালো, চিনি বিক্রি হয়। সুতরাং কোম্পানিগুলোর চিনির বিরুদ্ধে বলার কোনো ইচ্ছেই নেই। তার কারণ আমি আপনি সবাই চিনি কিনছি আর মুনাফা তুলছে ওরা।

তাহলে কিভাবে আমরা চিনি খাওয়ার প্রবণতাটা কমাবো?

বহু সংস্থা এবং সমাজসেবী পরিবর্তনকামীরা সরকারের কাছে আবেদন জানিয়ে চলেছেন চিনির যথেচ্ছ ব্যবহারের বিরুদ্ধে কিছু করার জন্য। মিষ্টির সমস্যা এত গভীর যে গভর্নমেন্ট রেগুলেশন ছাড়া কিছু করা অসম্ভব। কারণ কেউ বিশ্বাসই করতে চাইবে না। এদিকে সরকারের কিছু করা সত্যিই মুশকিল কারণ চিনি সস্তা এবং সাধারণ খাবারের মধ্যে চিনি ব্যবহার কমানো, একদমই জনপ্রিয় সিদ্ধান্ত নয়। হঠাৎ করে ট্যাক্স বসিয়ে চিনির দাম বাড়িয়ে কেই বা জনরোষের শিকার হতে চায়? ভোট বড়ো বালাই।

তবুও আন্তর্জাতিকভাবে সর্বস্তরে চিনির উপরে বিধিনিষেধ আরোপ করার জোরদার প্রচার চলছে যেমন ধরুন কোল্ড্রিংসের চিনি মেশানো কমিয়ে দেওয়া, ফলের রসে চিনি না মিশিয়ে তাকে সত্যি ফলের রস ই রাখা। কিন্তু তাতেও মুশকিল। সে ফলের রসের স্বাদ ভালো হয় না- বিক্রিও কম। অসুবিধে কি একটা ?

এর মধ্যেই আমাদের পেটে গুচ্ছ গুচ্ছ চিনি ঢুকে পড়ছে - রসমালাই, মিষ্টি জমাট দই, তুলতুলে রসগোল্লা, চকলেট , ফ্যাশন দুরস্ত স্পোর্টস ড্রিংক, নামি কোম্পানির মিল্ক শেক , মায় সকালবেলা কর্ণফ্লেক্স এর হাত ধরে। বাচ্চার টিফিনে পোড়া রুটির বদলে নামি কেকের স্লাইস দিয়ে আপনি বাচ্চার মন জয় করছেন। কিন্তু মনেরাখুন তার সাথে কয়েক চামচ দোষও গিলিয়ে বাচ্চা কে করছেন নেশাগ্রস্ত।

আমাদের জিভের মধ্যে পাঁচ ধরণের স্বাদ কোরক রয়েছে - মিষ্টি লবণ টক তেতো আর উমামি।
কিন্তু গবেষণায় প্রমাণিত এর মধ্যে মিষ্টি স্বাদ সবচেয়ে শক্তিশালী। এতটাই এর শক্তি যে চিনির মোড়কে অনেক বিস্বাদ জিনিসও হতে পারে সুস্বাদু। এক অত্যন্ত বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন তিনি। জানা গেছে যে যথেষ্ট চিনি মিশিয়ে দিলে কুকুরের পটিও হয়ে যাবে সুস্বাদু।

এত কিছু না জেনেও ছোট বেলায় মা দিদিমারা বলতেন - ঝাল লেগেছে ? চিনি খা
বা ধরুন english এ একটা idiom আছে : sugar coated words. চিনির মোড়কে ভালো লাগে সব।
হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা জ্ঞান পাপী - সব জেনেও বলছি জানি না।

ক্যানাডা এবং ইউরোপিয়ান দেশগুলোতে চিনির উপর বসছে ট্যাক্স, আমেরিকাতে কিছু কিছু জায়গায় বাচ্চাদের অভিভাবকরা স্কুল ছুটির পরে দোকানের দরজা আগলে দাঁড়িয়ে থাকছেন যাতে ছেলেরা ঢুকে যথেচ্ছ লজেন্স কেক কিনতে না পারে - কিন্তু এই ধরনের বিপ্লব আমাদের দেশে হওয়া কি আদৌ সম্ভব?

ভারতবর্ষের মত গরীব দেশে যেখানে অনেক সময় খাবারই অপ্রতুল সেখানে এই ধরনের ট্যাক্স আমরা খুব সহজে আশা করতে পারি না। সত্যি সেলুকাস কি বিচিত্র এই দেশ। কারো বাড়ি ২৭ তলা, ৬০০ জন শুধু কেয়ারটেকার আর এখানেই ভাত জোটে না এখনো আরেক দলের। আমাদেরই তাই ক্ষেত্রবিশেষে সচেতন হতে হবে নিজেদের আর পরবর্তী প্রজন্মের জন্যই। দায়িত্ব আমাদের।

ভারতবর্ষের জনবহুল যে বাজার অর্থনীতি সেইখানে বড় বড় কোম্পানিরা লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে কবে আমরা চিনি খাব, চিনি দেওয়া ফলের রস খেতে শুরু করব সুস্বাদু প্রসেসড ফুড খাবো আর ওদের মুনাফা হবে। এমনকি আমরা অনেক সময় চিনি থেকে এড়িয়ে থাকার জন্য স্যালাড খাই রয়েছে, সেই স্যালাড ড্রেসিং বা সস এর মধ্যেও গড়গড়ে চিনি। পালিয়ে যাবেন কোথায়?

জেনে রাখুন ভারতবর্ষে চিনির উপর বাধানিষেধ দুরস্ত।
এসবসত্ত্বেও আমরা সারাক্ষণ ভেবে যাচ্ছি আমাদের কিছুই হয়নি, চিনির নেশা ফালতু , আমরা কেউই আসক্ত নয় এবং এই ধরনের অবিশ্বাসটাই কিন্তু চিনির প্রতি নেশার একটা বড় প্রমাণ। ঠিক যেমন ধূমপায়ী রা কিছুতেই মানবেন না যে উনি তামাকে আসক্ত। যেমন মদ্যপায়ী রা কিছুতেই মানবেন না যে তিনি আসক্ত।

...এর পর চার পাতায়

মিড-ডে-মিল তালিকা থেকে বাদ পরছে পুষ্টিকর খাদ্যগুলি

জলপাইগুড়ি: রাজ্য সরকার বিদ্যালয়ের মিড-ডে-মিল তালিকায় ডিম-এর পর এখন সয়াবিন ছোলা তুলে নিয়েছে। এখন যা দেখা যাচ্ছে আলুর দাম পাইকারি বাজারে যখন ২১ থেকে ২২ টাকা খোলা বাজারে ২৫ টাকা তখন আলু ক্রয়ের জন্য স্কুল গুলিকে দেওয়া হচ্ছে ১৪ টাকা। একই ভাবে মুসুরির ডাল, চিনির ক্ষেত্রেও দাম বাজার মূল্যের থেকে কম রাখা হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবে সমস্যায় পরতে হচ্ছে শিক্ষক শিক্ষিকা দের।

স্কুল পিছু বরাদ্দ অর্থ থেকে প্রতিমাসে ছাত্র ছাত্রীদের এক্টিভিটি টাস্ক, মিড ডে মিল এর দ্রব্য ক্যারিং, প্যাকেটিং, স্কুল জীবাণু মুক্ত করতে ব্যায় করতে হয় তার উপর এই বাড়তি দাম বোঝা হয়ে দাড়াচ্ছে। এই সমস্যার সমাধানের জন্য ২৭ অক্টোবর জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন এর মিড ডে মিল এর অধিকারীকে ও প্রাথমিক জেলা পরিদর্শক এর কাছে স্মারক লিপি প্রদান করে নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে। শিক্ষক নেতৃত্ব বলেন, এই অবস্থায় হয় প্রশাসন দায়িত্ব নিয়ে স্কুল গুলোকে মিড ডে মিল এর দ্রব্য পাঠানো হোক নচেৎ অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হোক। বিগত পাঁচ মাস জুড়ে ১৬ টাকার পরিবর্তে ১২ থেকে ১৪ টাকা প্রদান করা হয়েছিলো আলুর দাম বাবদ। পাঁচ মাসে যে অর্থ বেঁচেছে যার মূল্য আনুমানিক ৫৫ লক্ষ টাকা সেই টাকা ব্যবহার করা যেতে পারে। পাশাপাশি সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয় মিড ডে মিল বাবদ ছাত্র পিছু যে বরাদ্দ রয়েছে তার পুরোটাই শিশুদের জন্য খরচ করা হোক। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জেলা নেতৃত্ব কৃষ্ণ সেন, শুভ্র জ্যোতি গাঙ্গুলী, যীশু ব্যানার্জী, জয়দীপ মুখার্জী, প্রসূন কর, বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী প্রমুখ।

নাম বদলে যাচ্ছে পুলিশের তেজস্বিনী মহিলা টিমের

শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট পুজোর আগে তেজস্বিনী টিম তৈরি করে সাড়া ফেলে দেয় রাজ্য জুড়ে। মহিলাদের নিরাপত্তায় স্কুটি নিয়ে শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়ায় এই তেজস্বিনী টিম। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি জানিয়ে দেন রাজ্যের প্রতিটি থানায় থাকবে এই তেজস্বিনী টিম। সম্প্রতি কার্শিয়াং-এ প্রশাসনিক বৈঠকের বিষয়টি জানান শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনার গৌরব শর্মা। মুখ্যমন্ত্রী সেখানে বলেন, "তেজস্বিনী নামটা ভালো, তবে একটু বড়, উচ্চারণ করতে একটু সমস্যা। তাই এদের নতুন নাম দেওয়া হোক"। মুখ্যমন্ত্রী নতুন নাম রাখার প্রস্তাব রাখেন, এই তেজস্বিনী টিমের নতুন নাম হবে 'উইনার্স'। এই প্রস্তাবকে সম্মতিও জানানো হয় ওই বৈঠকে। প্রস্তাবে সম্মতি জানান শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনারও।

'উইনার্স' নাম দেওয়ার কারণ হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নারীরা সবসময় বিজয়ী, সে কথা ভেবেই মহিলাদের এই টিমের 'উইনার্স' নাম প্রস্তাব করেছেন। শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনার গৌরব শর্মা বলেন, এবার থেকে মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাব অনুযায়ী 'উইনার্স' নাম হবে তেজস্বিনী টিমের। রাজ্যের প্রত্যেক থানায় কাজ করবে মহিলা পুলিশের এই টিম। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, মেয়েরা অনেক কিছুই করতে পারেন। ছেলেদের এক্ষেত্রে মহিলাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করতে হবে। তাদেরকে কাজ করতে উৎসাহ দিতে হবে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অনুমোদন পেল কোভ্যাক্সিন

কলকাতা: 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র ছাড়পত্র পেল ভারতের কোভ্যাক্সিন। ৩ নভেম্বর 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র -র বিশেষজ্ঞ কমিটির বৈঠকে ভারত-বায়োটেকের তৈরি কোভ্যাক্সিনকে জরুরি ভিত্তিতে ব্যবহারের অনুমোদন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়া ভারতে তৈরি কোভিড-১৯ টিকাকে অনুমোদন দিয়েছিল। 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র অনুমোদনের পর যাঁরা কোভ্যাক্সিনের দু'টি টিকা নিয়েছেন তাঁরা বিদেশ ভ্রমণ করতে পারবেন।

বিএসফ-বিজেপি বৈঠক নিয়ে কোচবিহার তরজা তুঙ্গে

কোচবিহার: দিনহাটায় আসন্ন উপনির্বাচন উপলক্ষে ২৬ অক্টোবর দলীয় প্রার্থীর হয়ে প্রচারে এসে নির্বাচনী বিধি ভঙ্গ করে বিএসফ-এর ডিআইজির সঙ্গে বৈঠক করার অভিযোগ উঠল বিজেপির সর্ব ভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ ও রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের বিরুদ্ধে। প্রশ্ন উঠেছে জেলায় নির্বাচনী আচারণবিধি জারি থাকাকালীন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা কীভাবে বিএসফের কর্তার সঙ্গে বৈঠক করেন, তা নিয়ে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে জেলা নির্বাচনী আধিকারিক তথা জেলাশাসকের কাছে নালিশ জানিয়েছে তৃণমূল। বিজেপি অবশ্য এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। এদিকে কোচবিহার জেলাশাসকের মন্তব্য জানা যায়নি।

উল্লেখ্য, দলীয় প্রার্থীর হয়ে কোচবিহারে নির্বাচনী প্রচারে আসেন সুকান্ত মজুমদার ও দিলীপ ঘোষ। ২৬ অক্টোবর তাঁরা দিনহাটায় দলীয় প্রার্থী অশোক মণ্ডলের হয়ে প্রচার করেন। পরেরদিন অর্থাৎ ২৭ অক্টোবর তাঁরা মালতি রাভাকে সঙ্গে নিয়ে কোচবিহার-২ ব্লকের গোপালপুরে বিএসএফ ক্যাম্পে গিয়ে ডিআইজির সঙ্গে বিশেষ বৈঠক করেন। এই বৈঠক ঘিরেই যতো বিবাদ তৈরি হয়েছে।

তৃণমূলের অভিযোগ নির্বাচনী আচরণ জারি থাকায় এই ধরনের বৈঠক কোন ভাবেই করা যায় না। কারণ বিজেপির তিন নেতা জনপ্রতিনিধি হলেও সরকারি পদাধিকারী নন। সুতরাং বিএসএফ-এর সঙ্গে বৈঠক পুরোপুরি বিধিভঙ্গের আওতায় পড়ছে। এদিকে ডিআইজির সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে দীলিপ ঘোষ বলেন, সীমান্তের পরিস্থিতি কেমন, বিএসএফ-এর পরিধি বাড়িয়ে ৫০ কিলোমিটার করায় কি পরিণাম হবে, এইসব ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। নির্বাচন হচ্ছে দিনহাটায়, সারা পশ্চিমবঙ্গে নয়। তাই দেখা করতে অসুবিধার কি আছে।

হাতির হানা রুখতে জঙ্গলে হাতির প্রিয় ঘাস লাগাচ্ছে বনদপ্তর

শামুকতলা: উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চল ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় হাতি-মানুষের সংঘাত এড়াতে বিশেষ ব্যবস্থা নিচ্ছে বনদপ্তর। এই উদ্দেশ্যে জঙ্গলেই হাতির প্রিয় চার প্রজাতির ঘাস লাগানো শুরু করেছে বনদপ্তর। উল্লেখ্য, বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গল লাগোয়া বনবস্তি চা বাগান এবং গ্রামে বুনো হাতির হানা লেগেই থাকে। বুনো হাতির দল খাবারের খোঁজে লোকালয়ে এসে খেতের ফসল ক্ষতি করার পাশাপাশি ঘরবাড়ি ভেঙ্গে তছনছ করে দেয়। এমনকি অনেক সময় এই বুনো হাতির হামলায় লোকের প্রাণ হানির ঘটনা পর্যন্ত ঘটে।

এবার এই সংকট মোচনে উদ্যোগী হয়েছে বনদপ্তর। এমনটাই জানালেন, বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের সাউথ রায়ডাকের রেঞ্জ অফিসার শুভায়ু সাহা। এজন্য বনদপ্তরের নিজস্ব নার্সারিতে ওই চার প্রজাতির ঘাসের চারা তৈরি করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে সাউথ রায়ডাক রেঞ্জের রায়ডাক বনাঞ্চলের কোর এরিয়ার তিন নম্বর কম্পার্টমেন্টের প্রায় ৩৫ একর জমিতে সেই ঘাসের চারা লাগানো হচ্ছে। এই চার প্রজাতির ঘাস গুলি হল ধাড্ডা, চেপ্টি, পুরন্ডি এবং মালসা। এই প্রজাতির ঘাস হাতির খুব প্রিয় খাদ্য। এরপর অন্য বনাঞ্চলেও একইভাবে ঘাস লাগানো হবে, যাতে ওই ঘাস হাতির খাবারের জোগান দিতে পারে।

বাড়ছে করোনা, ভ্যাকসিনেশনের গতি নিয়ে চিন্তিত বিশেষজ্ঞরা

শিলিগুড়ি: শারদীয়া উৎসবের পর থেকেই রাজ্যে করোনার গ্রাফ উর্ধ্বগামী। এমতাবস্থায় করোনার তৃতীয় ঢেউয়ের সামনে আদৌ পড়তে হবে কিনা তা নিশ্চিত না হলেও করোনার নতুন স্ট্রেন নিয়ে চিন্তিত বিশেষজ্ঞ চিকিৎকরা। তাই দ্রুত ভ্যাকসিনেশনের কাজ শেষ হলে আশা করা যায় করোনা থেকে মুক্তি সম্ভব হবে। অথচ স্বাস্থ্য দফতরের দেওয়া তথ্য অনুসারে রাজ্যে ভ্যাকসিনেশনের গতি অনেকটাই কম। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ কোথাও ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ হয়েছে। আবার কোথাও বা তার চেয়েও কম। দ্বিতীয় ডোজ পেয়েছেন ৫০ শতাংশেরও কম মানুষ। প্রথম ও দ্বিতীয় ডোজ প্রাপ্তির মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে। ফলে পুরোপুরি ভ্যাকসিনেটেড মানুষের সংখ্যা খুবই কম। এই পরিস্থিতিতে করোনার তৃতীয় ঢেউ আছড়ে পড়লে পরিস্থিতি ভয়ানক হওয়ার আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা। রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ অজয় চক্রবর্তী জানিয়েছেন, ভ্যাকসিনেশন দ্রুতগতিতে চলছে। সব জেলাতেই দ্রুত ভ্যাকসিনেশনের কাজ সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ২২ অক্টোবর রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর রাজ্যের সব জেলাতেই ভ্যাকসিনেশনের তালিকা প্রকাশ করেছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, রাজ্যের অন্য জেলার মতোই উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে পুরোপুরি ভ্যাকসিনেটেড অর্থাৎ ভ্যাকসিনের দুটি ডোজ পেয়েছেন এমন মানুষের সংখ্যা মাত্র ৪০ শতাংশ।

কোচবিহার জেলায় মোট ভ্যাকসিনেশনের টার্গেট রয়েছে ২৩ লক্ষ্য ৩৬ হাজার ৯৮৬ জন। এর মধ্যে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী প্রথম ডোজ পেয়েছেন ১২ লক্ষ ৮৫ হাজার ১১২ জন। যা মোট প্রাপকের মাত্র ৫৫ শতাংশ। এই জেলায় ভ্যাকসিনের দুটি ডোজ পেয়েছেন মাত্র ৩ লক্ষ ৯২ হাজার ৪৬০ জন, যা ভ্যাকসিন প্রাপকদের ১৫ শতাংশের কিছু বেশি। আলিপুরদুয়ার জেলায় ভ্যাকসিনেশনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে প্রায় ১০ লক্ষ্য ৪০ হাজার। এর মধ্যে প্রথম ডোজ পেয়েছেন ৮ লক্ষ ৮০ হাজার মানুষ। দ্বিতীয় ডোজ পেয়েছেন ৩ লক্ষ ১৫ হাজার। এই জেলায় ৮০ শতাংশের উপরে মানুষ প্রথম ডোজ পেয়েছেন। পুরোপুরি ভ্যাকসিনেটেড হয়েছেন ৩০ শতাংশের কিছু বেশি।

ফেসবুক মুছে ফেলছে ১০০ কোটি লোকের মুখ

কলকাতা: কিছুদিন আগেই ফেসবুক সংস্থার নাম পরিবর্তন করে। ফেসবুকের নতুন নাম রাখা হয় 'মেটা'। এবার ফেসবুকের 'ফেসিয়াল রিকগনিশন' সিস্টেমটি বন্ধ করে দিচ্ছে সংস্থাটি। ১০ বছর আগে ২০১০ সালের ডিসেম্বরে চালু করা হয়েছিল এই সিস্টেমটি। ফেসবুকে ইউজাররা কোন ছবি বা ভিডিও পোস্ট করলে ছবিতে যে কোনও মুখকে নিজে থেকেই চিহ্নিত করত ফেসবুক। ফলে ছবি ও ভিডিওতে খুব সহজেই ট্যাগ করা যেত। এখন থেকে ট্যাগ করার জন্য ইউজারদের নাম আর নিজে থেকে আসবে না।

ফেসিয়াল রিকগনিশন সিস্টেমটি বন্ধ করে দেওয়ায় ১০০ কোটি ব্যবহারকারীকে জানিয়েছে মেটা। এই বিষয়ে সংস্থার তরফে বলা হয়েছে, "ফেসবুকে দৈনিক অ্যাক্টিভ ইউজারদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি আমাদের ফেসিয়াল রিকগনিশন সেটিং বেছে নিয়েছেন এবং স্বীকৃত হতে সক্ষম হয়েছেন। এই সিস্টেমটি বন্ধ করে দেওয়ায় এক বিলিয়নেরও বেশি মানুষের মুখের চিহ্নিতকরণের টেমপ্লেট মুছে ফেলা হবে"।

ফিচারটি ইউজারদের আকর্ষণীয় হলেও সাইবার এর খারাপ দিকটি ভেবেই সংস্থার তরফে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অনেক বিশেষজ্ঞরা দাবি করেছেন, 'ফেসিয়াল রিকগনিশনের ফলে অ্যাকাউন্টের গোপনীয়তা রক্ষা হয় না। ব্যক্তিগত সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন ওঠার কারণেই শেষমেশ ফেস রিকগনিশন সিস্টেম অপশনটি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিল ফেসবুক। সামনের সপ্তাহ থেকে উঠে যাবে দশ বছরের পুরনো এই ফেসবুক ফিচার। এমনই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে ফেসবুক।

...একের পাতার পর

পেট্রোল-ডিজেলের দরে স্বস্তি...

ঠিক তার পরের দিনই কেন্দ্রের পথ ধরে পেট্রোল-ডিজেলে বড় অঙ্কে ভ্যাট কমায় ৯ বিজেপি শাসিত রাজ্য। অসম, বিহার, কর্ণাটক, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, গোয়া, উত্তরাখণ্ড, মণিপুর এবং ত্রিপুরা'র রাজ্য সরকারগুলি পেট্রল-ডিজেলের দাম কমানোর কথা ঘোষণা করে। ফলে আসামে উল্লেখযোগ্য ভাবে রাতারাতি পেট্রল ১২ টাকা এবং ডিজেল ১৭ টাকা সস্তা হয়েছে।

দেশজুড়ে উপনির্বাচনের বিভিন্ন জায়গায় হেরেছে বিজেপি প্রার্থীরা। বাংলায় চারটি আসনের মধ্যে চারটিতেই হার, তিন আসনে খুবই খারাপ ফল চাপে ফেলেছে বিজেপিকে। নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলির অগ্নিমূল্য জনমানসে বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ তৈরি করেছে বলে মনে করছেন অনেকে। এই সব কারনেই কেন্দ্র দাম কমানোর পথে হাঁটল বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি বিগত কিছু সময় থেকে পেট্রোল-ডিজেলের দাম নিয়ে ব্যাকফুটে থাকা বিজেপি বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলির উপরেও চাপ বাড়তে সক্ষম হল।

পরিত্যাক্ত ইংরেজি মাধ্যম স্কুল...

তাই তাদের স্বার্থের কথা ভেবেই সেই এলাকায় সরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল নির্মাণ করা হয়। সেখানকার স্থানীয়দের মতে যখন এতো টাকা খরচ করে স্কুল তৈরি হল তখন সেটা চালু করার ব্যবস্থা করা হোক। তাহলে এইসব এলাকার গরিব ছেলেমেয়েরা সেই স্কুলে পড়াশোনা করে উচ্চ স্থানে পৌঁছোতে পারবে। এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা কৌশিক গুন জানিয়েছেন, নির্মিত স্কুলগুলি যাতে দ্রুত চালু হয় সেই জন্য ব্যবস্থা নিক প্রশাসন। তেলিপাড়া এলাকায় বিআর আম্বেদকর নামে একটা স্কুল ও তৈরি হয়েছে, কিন্তু সেটা এখনও পর্যন্ত বন্ধ হয়েই রয়েছে। দ্রুত যাতে তার খোলার ব্যবস্থা করা হয়। জেলা প্রশাসন ও ব্লক প্রশাসন যাতে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এমনটাই করতে অনুরোধ করেছেন সেখানকার এলাকাবাসী।

সম্পাদকীয়

বিস্তারই লক্ষ তৃণমূলের

২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনের আগে সংগঠন বিস্তারের পাশাপাশি দূর প্রান্তের রাজ্যের ক্ষমতা দখলের উপর জোর দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূলের প্রধান লক্ষ্য ত্রিপুরা এবং গোয়া। ত্রিপুরাতে উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তৃণমূল ছোট থেকে বড় সব স্তরের নেতারাই ত্রিপুরা সফর করে এসেছেন। সেরাজ্যে শাসক দলের কাজ কর্মের সমালোচনায় সরব হয়েছেন। ঠিক একই ভাবে গোয়াতে নিজের উপস্থিতি স্থাপিত করতে তৎপর হয়েছে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব। সেই মতে গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সবন্তের ওপর দুর্নীতির অভিযোগ ওঠায় তাঁর ইস্তফা দাবি করল তৃণমূলের মুখপাত্র ডেরেক ওব্রায়েন। টুইটারে ভিডিয়ো বার্তায় ডেরেক বলেছেন, গোয়ার সরকার দুর্নীতিগ্রস্ত। এটা বলেছেন রাজ্যের প্রাক্তন রাজ্যপাল। যিনি এখন মেঘালয়ের রাজ্যপাল। আর তাকে নিয়োগ করেছিল বিজেপি সরকার। মুখ্যমন্ত্রীর ইস্তফা চায় সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস। ৭২ ঘন্টা সময় দেওয়া হল তাকে। আর সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতির নেতৃত্ব বিচার বিভাগীয় তদন্ত করা হোক। লকডাউনের সময়তেও গোয়াতে খনির মালপত্র পরিবহণে ট্রাকগুলি চলাচলের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। আর তা কোভিড সংক্রমণ বাড়ার অন্যতম কারণ। বিরোধী দলনেতা দিগম্বর কামাথ দাবি করেছেন, অবিলম্বে ইস্তফা দেওয়া উচিত মুখ্যমন্ত্রীর। গোয়ার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং বর্তমান তৃণমূল নেতা লুইজিনহো ফালেইরোর নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস নেতারা রাজভবনে গিয়ে স্মারকলিপি জমা দিয়েছেন রাজ্যপালের কাছে।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা	: দেবাশীষ ভৌমিক
সম্পাদক	: সন্দীপন পন্ডিত
কার্যকারী সম্পাদক	: মনসুর হাবিবুল্লাহ
সহ-সম্পাদক	: রনিত সরকার, চিরন্তন নাহা, বর্ণালী দে, লোপামুদ্রা তালুকদার, দেবাশীষ চক্রবর্তী
ডিজাইনার	: সমরেশ বসাক
বিজ্ঞাপন আধিকারিক	: রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক	: বিমান সরকার

কবিতা

হানিফ মাঝি ও বর্ষা

সঞ্জয় কুমার নাগ

প্রহর প্রহর ঝমর ঝমাৎ
ঈশান কালো মেঘ।
এমন সময় কলম ধরেই
কবির আসে বেগ।
আকাশ পানে হানিফ চাচা
করুণ চোখে চায়।
মুষল ধারায় কেমন করে
নৌকোখানা বায়?
কপাল জুড়ে ভাঁজের রেখা
বিন্দু বিন্দু ঘাম -----
বানের জলে ভেসেই চলে
গাঁয়ের পরে গ্রাম।
বুকের শিরা ফুলিয়ে হানিফ
হ্যাঁচকা মারে টান -----
একটা শুধু টিনের চালা
তাও বুঝি নেয় বান!
কবির কলম লিখেই চলে
ইলিশ মাছের ঘ্রাণ।
ভাতের সুবাস পায় না হানিফ
ক্যামনে বাঁচে প্রাণ?

বন্দীত্বের ঘরে অসুখ

....মৈত্রেয়ি পাল | প্রবন্ধ

জ্বলছে দুচোখ আলোআঁধারিতে অসুখে পুড়ছে মাটি
সূর্যডুবির সমাপ্তি রেখায় একাকী আমরা হাঁটি
বন্দীত্বের চোরাকুঠুরিতে মানুষ জমানো আছে
বেঁচে আছে কী পথিকের দল চেনা পৃথিবীর কাছে ....

বহুদিন দরজার সামনে কোনো চেনা মুখ দেখিনি। হাত ধরাধরি করে নীলসাদায় পোশাক পরে কচিকাচালিদের রাস্তা পার হতে দেখিনি বহুমাস। আমার মন খারাপের মেঘ বড় অভিমানী। গুমরে মরলেও বৃষ্টি হতে চাই না। বন্দীত্বের ঘরে অসুখ সাজিয়ে রান্নাবাটি খেলার স্মৃতি রোমন্থন করে পাহাড়ের বুকে জমিয়ে রাখে বিষন্নতার অসহ্য যন্ত্রণা। দেখতে দেখতে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়, শ্রাবন পার হয়ে যায়। শেষ হয়ে যায় একটি বছর। কত ঘেঁটু ফুল অকালেই ঝরে যায়। আগুন রঙের পলাশের বুকে প্রখর রোদ নেমে আসে। জ্বলে যায় কৃষ্ণচূড়া। ছাদের ওপর থেকে মন্দিরের ঘন্টা শুনতে পেয়ে যে বিদ্যার্থী হাতজোড় করে কপালে ঠেকিয়ে হারমোনিয়ামে সুর তুলতে চেয়েছিল দেওয়ালে সাঁটা ক্যালেন্ডারের পাতায় আজ সে বৃষ্টি নামার দিন গোনে। প্রাইমারি স্কুলের ছেলেমেয়েদের সয়াবিনের ঝোল আর গরম ভাত তৃপ্তি করে খেয়ে চামচ দিয়ে থালা বাজাতে বাজাতে হৈহৈ রৈরৈ করে সেই বাড়ি ফেরা দেখে আমিও মুগ্ধ হয়ে আমার শৈশবের স্মৃতি রোমন্থন করতাম। কাঁধের পরে কাঁধে হাত রেখে আমরা জনা আটেক কেমন রেলগাড়ি রেলগাড়ি খেলেছি। এখন দিন রাত সমান সমান। গাছেদের দেওয়া ঠান্ডা বাতাস শরীর স্পর্শ করার আগেই বন্ধদরজায় ধাক্কা খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে গিয়ে করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে অসুস্থ পৃথিবীর দিকে। নাক মুখ ঢেকে দূরত্ব মিছিলে নেমে আমার দুচোখ আরও আরও কালো হয়ে আসে....সকাল সন্ধ্যায় বুকের ওপর চেপে বসে 'ক্ষুধিত পাষাণেরা', শুনতে পাই রহমত আলীর চিৎকার... 'তফাৎ যাও ,তফাৎ যাও'। আমার নিঃশ্বাস শেষ হয়ে আসে। বন্দীত্বের ঘরে বাঁধা পড়া অসুখ আরো খানিকটা জাঁকিয়ে বসে গোধূলির ছায়ায় ঘুমন্ত পৃথিবীর প্রতিটি চৌকাঠে চৌকাঠে।

পরের অংশ

কসাই

....সন্তোষ দে সরকার | গল্প

আসলে সঙ্কোচের জন্যই বলতে পারে নি সেদিন। এমনি ভাবে আরও দু'মাস কেটে গেল। মাঝে মনে মনে ভেবেছে 'রমজানের আম্মার কাছেই কথাটা বলি, আবার ভেবেছে--'ওর চাচাই তো সব। ওর চাচা যা বলবে আম্মা সেটা উল্টাবে না।' এদিকে মনের কথাটা না বলা পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছিল না আমিনা। একদিন রাতে খাবার খেয়ে জব্বার শুয়ে পড়েছে, আমিনাও খুব তাড়াহুড়ো করে এসে জব্বারের পাশে শুয়ে তাকে একটা আলতো করে ধাক্কা দিয়ে বলল ' নিন্দ গেছ ফতেমার আব্বু ' ?

--না।

-- তোমায় সেদিন যে একটা কথা বলতে চেয়েছিলাম, কই শুনলে না তো?

-- বল শুনি।

-- রমজানের সাথে যদি আমাদের ফতেমার সাদি দেওয়া যায় কেমন হয়?

-- বলছ কি, তা কি ক'রে হয় !

-- কেন তা তো অনেকেরই হয়। চাচাত-জ্যাঠাত ভাই বোনের সাদিতে শরিয়তে কোন নিষেধ নাই।

--- তা নাই, তবে--

--- না, আর কোন তবে-টবে বোলো না। কোথাকার কোন অজানা-অচেনা ছেলের হাতে পড়বে, সে কেমন হবে বলতে পারবো?

ফতেমা জব্বার আলীর প্রথম সন্তান। তাই ওর প্রতি দরদটা একটু বেশি। জব্বার আলী চট করে হ্যাঁ না কিছু না বলে বলল, 'ভাবীর সাথে আলাপ করে দেখ কি বলে ' ।

পাঁচ সাত দিন কেটে গেলেও প্রস্তাবটা আর দিতে পারে নি আমিনা। সুযোগ হয়ে উঠে নি। এর মধ্যে রমজানের মা এক দিন তার বোনের বাড়ি থেকে ঘুরে এসে দেওরকে বলল---- 'রমজানের সাদির জন্য একটা প্রস্তাব এসেছে, মেয়েটি খুবসুরত। ওদের বংশ পরিচয়ও ভালো।

'তুমি দেখেছ? ' বলল জব্বার।

--হ্যাঁ, দেখেছি।

---তোমার মত কি?

--- আমার আবার কি মত? তুমি যা বলবে সেটাই হবে। লেড়কির আব্বাজানকেও আমি সেই কথাই বলেছি। জব্বার আলী হ্যাঁ না কিছু বলে নি।

ওই মিঞা সেদিন রমজানের মাকে জোর ক'রে ধরে বলল, 'আপনি কথা দেন, ব্যাটার চাচাকে আমি মত করাব। জব্বার আলী আমার কথায় অমত করবে না। আমার বেটিকে দেখে কি আপনার পছন্দ হয় নাই? '

----আপনার বেটিতো খুবসুরত। যে দেখবে সেই পছন্দ করবে। আপনি বড়লোক, আমরা সাধারণ মানুষ। আমার বেটা আপনার বেটির ভরণ পোষণ দেবে কি ভাবে!

-----আপনার ব্যাটার দায়িত্ব আমার উপর ছেড়ে দেন।

এর পর একদিন বড়লোকের মেয়ের সাথে রমজানের সাদি হয়ে গেল। বিয়ের কিছু দিনের মধ্যেই বিবি আর আম্মাকে দিয়ে ভিন্ন করে দিল রমজানকে।

রমজানের চাচার দোকানেও এখন বসতে হয় না। রমজান মনমরা হয়ে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়। বাড়িতেও মন টেকে না। এই সব খবর পেয়ে তার শ্বশুর তাকে ঘর জামাই নেওয়ার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিলো। রমজান রাজী হয়নি। টাকা পয়সা দিয়ে ভালো কারবার ধরিয়ে দিতেও চেয়েছিল, কোনটাতেই ঘাড় পাতেনি রমজান। পরের দান তার পছন্দ না। কার কাছ থেকে যেন ধারে কিছু টাকা নিয়ে এই কাঁচা রাস্তার ধারে মাংসের দোকান খুলে বসেছে। রমজান খুব সকালে উঠে দোকানে যায় একটা পাঁঠা নিয়ে। বাঁশের খুঁটির সাথে পাঁঠাটাকে বেঁধে রেখে চৌপথি থেকে নিজের দোকানের সরঞ্জাম ও এক বালতি জল এনে তাড়াহুড়ো করে দোকনটা সাজিয়ে ফেলে। দোকান সাজানো মানে প্রথমে ভালো ক'রে ঝাঁট দিয়ে জল ছিটিয়ে পলিথিনটা পাতে, তার উপর ছুরি দুটো রাখে। নির্দিষ্ট জায়গায় কাঠের ডুমটা ও বসার জন্য ইটটাকে রেখে পাঁঠাটাকে একটু দূরে জবাই করে এনে বাঁশে ঝোলায়। ধীরে ধীরে রমজানের মাংসের প্রশংসা ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। আশ্বিন মাস। এখন আর মাংস নিয়ে ফিরে যেতে হয় না। একটার জায়গায় দুটো, কোন কোন দিন তিনটে পাঁঠাও শেষ হয়ে যায় তার।

রমজান যেখানে দোকানটা করেছে তার চারদিকেই হিন্দু বসতি। একদিন ক্লাবের ছেলেরা এসে রমজানের হাতে একটা দুর্গা পূজার রসিদ ধরিয়ে দিয়ে গেল। রমজান পড়ে দেখে একশ একান্ন টাকা লেখা। রমজান ক্লাবের 'দাদা'দের স্মরণাপন্ন হয়ে তার অক্ষমতার কথা জানিয়ে একান্ন টাকা নিতে অনুরোধ করল। কিন্তু রমজানের অনুরোধ দাদাদের কঠোর মনকে স্পর্শ করতে পারলো না। রমজান পুজোর মধ্যেও দু-এক দিন ক্লাবে গিয়ে চাঁদা সাধলো। দু'এক জন বলেছে 'তোকে চাঁদা দিতে হবে না।'

পুজো শেষে এলো বিজয়াদশমীর দিন। এদিন রমজান একটি খাসি ও দুটি পাঁঠা কেটেছে। ক্লাবের ছেলেরা তিন কিলো খাসির মাংস নিল পিকনিক খাবে বলে। মাংস হাতে নিয়ে বলে আসলো 'দাদা'টা ক্লাব থেকে নিয়ে আসিস। 'রমজান দোকান শেষে ক্লাবে গেলে ক্লাব সেক্রেটারি ওর হাতে এক কিলো মাংসের দাম ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'তোর এক কেজি চাঁদা আর এক কেজি ফাইন ' এর পর যেন আর ফাইন দিতে না হয়, মনে থাকে যেন। ... যা বেটা কসাই। '

রমজান মনে মনে বলল 'আমি মাংস বেচি বলে আমি কসাই! আর তোমরা...

চিনিকে চেনেন?

...দ্বিতীয় পাতার পর

প্রিন্সটনের বিখ্যাত সাইকোলজিস্ট বার্ড হবেন এর যুগান্তকারী গবেষণা প্রমান করেছে যে চিনির আসক্তি কোকেন মর্ফিন নিকোটিনের নেশা থেকে কিছুমাত্র কম নয়।

পরবর্তী অনুচ্ছেদ তা একটু জটিল। আমরা ধরুন একটু মিষ্টি খেলাম বা একটা কেকের একটা টুকরো খেলাম। এর মধ্যে বেশ কয়েক চামচ বাড়তি চিনি। মানে সিম্পল কার্বোহাইড্রেট। পেট থেকে মাংসপেশিতে সে গ্লুকোজ কে ঢোকাতে শরীরের মধ্যে তৈরি হলো একটা মাত্রাতিরিক্ত ইনসুলিনের স্পাইক। এটা যে আসতেই হবে , না হলে শরীর এতোখানি অতিরিক্ত চিনি হজম করতে পারবেনা। এবার দেখুন সেই চিনি তো হজম হলো কিন্তু সেই বাড়তি ইন্সুলিন তখন শরীরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।সেই বিশাল বড় ইনসুলিনের সুনামি আপনার রক্তবাহের চিনি এবার কমাতে শুরু করলো। দেহের মাংসপেশিতে কিন্তু মিষ্টির তখন কমতি নেই। কিন্তু তবুও রক্তবাহের চিনি কম থাকার জন্য শরীর মন সব চিনি চাইছে। না খেলেই মেজাজ খিটখিটে। চেনা চেনা লাগছে ? হ্যাঁ ঠিক ধরেছেন, ঠিক যেমন সিগারেট না পেলে স্মোকার দের হয়।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা না বললে আমার মনে হয় ব্যাপারটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদিও এই ব্যাপারটা খুব বিতর্কিত। আখের চাষ ভারতবর্ষের রাজনীতিতে একটা বড় প্রভাব বিস্তার করে। চট করে চিনির কারখানা কে বন্ধ করার কথা কেউ ভাবতেও পারেন না কারন তা থেকে প্রচুর মুনাফা।

উত্তর প্রদেশ এবং মহারাষ্ট্র, যারা ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আখ তৈরি করে তারা ভারতের লোকসভার ৫৪৩ সিটের মধ্যে ১২৮ টা সিট এর ভাগ্য নির্ধারণ করেন । ভোট বড় বালাই। তাই না? প্রচুর সংখ্যায় রাজনীতিবিদেরা এইসব সুগার কো-অপারেটিভ ফ্যাক্টরির সদস্য বা সভাপতি। এছাড়া আরো অনেক ব্যক্তিগত মালিকানার চিনির কল রয়েছে। লাখ লাখ কৃষক আখের চাষে তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে বাধ্য হন।

সুগার লবি তাই অত্যন্ত ক্ষমতাশালী। আপনাদের হয়তো মনে থাকবে সরকার কয়েক বছর আগে চিনি শিল্পকে তাজা রাখার জন্য প্রায় ৫৫০০ কোটি টাকা অকাতরে দান করেছেন। যতদূর জানা যায় চিনির যাত্রা শুরু হয়েছিল এই ভারতবর্ষেই, দু হাজার বছর আগে। সারা পৃথিবী এই চিনি থেকে সরে আসছে কিন্তু ভারতবর্ষ কি পারবে তার মিষ্টি মুখ থেকে সরে আসতে? বলা কঠিন।

তবুও একটাই আমরা করতে পারি সেটা হচ্ছে জনসচেতনতার মাধ্যমে বার্তা পৌঁছে দেওয়া। বাকি টা একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ইচ্ছে অনিচ্ছের ওপরেই ছাড়তে হবে -কারণ সরকার বাহাদুরের হাত বাঁধা। কুড়ুল আপনার , পা ও আপনার , আপনি নিজেকে নিয়ে কি করবেন তার সিদ্ধান্ত আপনার নিজের--- কেবল দয়া করে দেশের ক্ষতিটি করবেন না। পারলে নিজের পরিবার কেও রক্ষা করুন। কানা ঘুঁষো শুনতে পাই যে ইদানিং আখ থেকে চিনির বদলের আরো বেশি মদ তৈরির চেষ্টা চলছে কারণ সুগার লবি বুঝতে পেরেছেন মানুষ কে আর বেশি দিন বোকা বানিয়ে রাখা যাবে না।

বলাই বাহুল্য ভারতের মানুষ আগের থেকে অনেক বেশি বুদ্ধিমান হয়ে যাচ্ছেন - তা সেটা কেউ চাক বা না চাক!

ছায়ানীড় নাট্য ও মূকাভিনয় উৎসব ২০২১

কোচবিহার: ভারত সরকারের তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রকের আর্থিক সাহায্যে কোচবিহার ছায়ানীড়ের তরফে গত ৩১ অক্টোবর ও ১ নভেম্বর কোচবিহার সাহিত্যসভা প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হল 'ছায়ানীড় নাট্য ও মূকাভিনয় উৎসব ২০২১'। প্রদীপ প্রজ্জোলনের মধ্যে দিয়ে এই উৎসবের সূচনা করেন পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির সদস্য তথা নাট্যব্যাক্তিত্ব স্নেহাশিস চৌধুরী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শুচিস্মিতা চক্রবর্তী। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন নাট্য ব্যাক্তিত্ব বিদ্যুৎ পাল। কোচবিহারের প্রবীণ নাট্য ব্যক্তিত্ব তথা বাচিক শিল্পী নির্মল কুমার দে'কে কোচবিহার ছায়ানীড়ের তরফে সম্মাননা প্রদান করা হয় তাঁর কাজের জন্য। উপস্থিত অতিথিদের হাতে ছায়ানীড়ের মুখপত্র 'সংলগ্ন' এর মোড়ক উন্মোচিত হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই ছায়ানীড়ের তিন শিশু শিল্পী ঈশানি পন্ডিত, শ্রেয়সী পাল ও জয়শ্রী পালের সমবেত নৃত্যের অনুষ্ঠান সকলের প্রশংসা আদায় করে নেয়। অতিথি শিল্পী তমালিকা সরকারের নৃত্যের অনুষ্ঠানটিও ছিল বেশ ভাল। বিশ্বজিৎ ভৌমিক রচিত ও নির্দেশিত একাঙ্ক নাটক গন্ডি পরিবেশন করে সকলকে মুগ্ধ করে দেয় শিশু শিল্পী জয়াদিত্য গুহ রায়। এরই মাঝে আবৃত্তি পরিবেশন করে শিশু শিল্পী শ্রেয়সী পাল। বাপ্পী দাসের নির্দেশনায় মূকাভিনয় পরিবেশন করেন উৎসব ঘোষ ও জয়াদিত্য গুহ রায়।

উৎসবের প্রথম দিন কোচবিহার বর্ননার দুটি নাটক মঞ্চস্থ হয়। সলিল সেন রচিত ও বিদ্যুৎ পাল নির্দেশিত প্রথম নাটক টি ছিল 'সন্যাসী'। বর্ননার দ্বিতীয় নাটক 'লেনদেন' এর নাট্যরুপে ছিলেন নিরঞ্জন মুখার্জি ও নির্দেশনায় ছিলেন বিদ্যুৎ পাল। এদিনের সর্বশেষ নাটক টি ছিল ফালাকাটার প্রয়াস নাট্য সংস্থার নাটক 'শিবরাত্রির সলতে' নাটকটির রচনা ও নির্দেশনায় ছিলেন নিরঞ্জন মুখার্জি। উৎসবের দ্বিতীয় দিনের শুরুতেই বরণ করে নেওয়া হয় বিশিষ্ট সমাজসেবী কাজী রুহুল আমিন মহাশয় কে। এরপর কোচবিহার সম্মিলীত নাট্যকর্মী মঞ্চের শিল্পীরা পরিবেশন করেন নাটক ' মিষ্টিমুখ'। নির্মল দে এর রচনা ও নির্দেশনায় সংশপ্তক মঞ্চস্থ করে নাটক 'মা'। দীপায়ন ভট্টাচার্যর রচনায় ও অমিত ঘোষের নির্দেশনায় একাঙ্ক নাটক ' বাধন ভাঙ্গার প্রহর' পরিবেশন করে তাক লাগিয়ে দেয় শিশুশিল্পী অর্জয়িতা ঘোষ। স্নেহাশিস চৌধুরী নির্দেশিত কোচবিহার ইন্সটিটিউট অফ পারফর্মিং আর্ট এর নাটক 'অন্তক্ষরণ' সকলের বাহবা পায়। বিশেষ করে সাংবাদিকের চরিত্রে অসাধরন নিজের অভিনয় দক্ষতা তুলে ধরেন চিরদীপা বিশ্বাস। সম্মিলীত নাট্যকর্মী মঞ্চের হাসির নাটক 'ভারাটে হইতে সাবধান' সকলকে আনন্দ দেয়। স্বাগত পালের নির্দেশনায় কোচবিহার ছায়ানীড়ের শিল্পীদের মূকাভিনয় 'একতা' সত্যিই দাগ কাটবার মত। সবশেষে অনলাইনে কোচবিহার ছায়ানীড় আয়োজিত একক অভিনয় ও মূকাভিনয় প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের হাতে পুরষ্কার তুলে দেওয়া হয়। সব মিলিয়ে দুদিনের সুন্দর ছায়ানীড়ের এই উৎসব উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল।

শিশু কিশোর সংস্থা ও ছোটদের থিয়েটার স্কুলের বিজয়া সম্মিলনী

ছোটদের থিয়েটার স্কুলের বিজয়া সম্মিলন অনুষ্ঠান

কোচবিহার: ৩১ অক্টোবর নিবেদিতা একাডেমী প্রাঙ্গণে কোচবিহার শিশু কিশোর সংস্থা ও ছোটদের থিয়েটার স্কুলের বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠান হলো। শিশু কিশোর, অভিভাবক ও সদস্যদের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণে বৈকালিক ও সান্ধ্য অনুষ্ঠান হয়ে উঠেছিল স্পন্দনমুখর ও প্রাণবন্ত। দীর্ঘদিন ধরে ছোটোদের গৃহবন্দী জীবনধারা থেকে তারা যেন পেয়েছিল মুক্তির আস্বাদন। নৃত্য, সংগীত, আবৃত্তি, অনুনাটক ও গল্প-আড্ডায় সকলেই মাতোয়ারা হয়ে উঠেছিল। তবে কোভিড বিধি মেনে সামগ্রিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। সাগরিকা গুহ নিয়োগী, বিপুল পাল, প্রভাত সাহা,দোলা পাঠক, সুমিতা সান্যালসহ সকলের সুপরিকল্পিত ভাবনায় তিন ঘন্টার অসাধারণ অনুষ্ঠান সকলকে আনন্দ দিয়েছে। নৃত্যে পিয়ালি, অঙ্কিতা, সৃজা, সানভি, মেহুলী, প্রাচী, শ্রেয়া, সুশ্রীতা, মালিহা প্রভৃতি শিশুরা সকলকে আনন্দ দিয়েছে।

অনুনাটকে শুভমিতা, শরদিন্দু ও শাওন এবং আবৃত্তিতে দৃষ্টি, দেবাগ্নি, রাজদীপ, গানে তমশ্রী, মঞ্জুশ্রী ভাদুড়ী, মীনাক্ষী ভট্টাচার্য প্রভৃতি জনেরা ছাড়াও আরও অনেকে অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন। সঞ্চালনায় বিপুল পাল সুন্দরভাবে সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। ছোটোদের থিয়েটার স্কুলের শিক্ষার্থীদের আশা খুব তাড়াতাড়ি আবারও শনি ও রবিবার বিকেলে তারা মুক্ত বাতাসে নাটক ও সাংস্কৃতিক কাজ শুরু করতে পারবে।

প্রতিবেশী রাষ্ট্রেও জনপ্রিয় শিলিগুড়ির অম্লান

শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ি রথখোলার বাসিন্দা অম্লান চক্রবর্তীর কণ্ঠে পরিচালিত সঙ্গীত নিয়ে শীঘ্রই মুক্তি পেতে চলেছে ওয়েব সিরিজ আনন্দ আশ্রম। এছাড়াও মুক্তির অপেক্ষায় থাকা চারটি বাংলা সিনেমার সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বেও রয়েছেন তিনি। শুধু দেশ নয়, দেশের গণ্ডী ছাপিয়ে বাংলাদেশের সিনেমাতেও সঙ্গীত পরিচালনা করছেন অম্লান চক্রবর্তী।

টলিউডে নিজের জায়গা করে নেওয়া যে কতটা কঠিন, ২০১৪ সালে কলকাতায় পা রেখেই টের পেছিলেন অম্লান। কিন্তু এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে কোনদিন থেমে থাকেননি তিনি। ভালো কাজ করার জন্য দিনরাত পরিশ্রম করেছেন। অবেশেষে সাফল্য আসে অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় অভিনীত ওয়েব সিরিজ 'দুপুর ঠাকুরপোর' হাত ধরে। ব্যাপক সাফল্য পায় এই ওয়েব সিরিজটি। এরপর তাঁকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি।

ছোটো থেকেই গানের প্রতি আগ্রহ ছিল অম্লানের। বাবা-মা দুজনেই গান করেন, সেখান থেকেই সঙ্গীতে হাতেখড়ি হয় তার। এমবি পাশ করার পর তিনি পুরোপুরি সঙ্গীতে মনোনিবেশ করেন। নিজের লড়াইয়ের কথা বলতে গিয়ে অম্লান বলেন, শুরুতে পরিবারের অনেকেই আমাকে ব্যঙ্গ করেছিলেন। কিন্তু পরে সাফল্য আসতে সব বদলে যায়।এই সুনাম অর্জন কড়তে যথেষ্ঠ পরিশ্রম করতে হয়েছে। টলিউড ও বাংলাদেশের সাথে বলিউডের একটি সিনেমার সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বেও রয়েছি। এদিকে ছেলের কাজে খুশি অম্লানের বাবা আশোক চক্রবর্তী ও মা গীতা চক্রবর্তী।

নকশালবাড়িতে ধিমাল জনজাতির সংস্কৃতি সংরক্ষণে কর্মশালা

শিলিগুড়ি: উত্তরবঙ্গের পাহাড়ের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের এক লুপ্তপ্রায় জনগোষ্ঠী ধিমাল জনজাতির সংস্কৃতি সংরক্ষণে উদ্যোগ নিল রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল সদস্য ৪ নভেম্বর দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়িতে ধিমাল সংস্কৃতি সংরক্ষণে কর্মশালা শুরু করলেন। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েস্টবেঙ্গল স্টেট অ্যাকাডেমি অফ ডান্স, ড্রামা, মিউজিক অ্যান্ড ভিজুয়াল আর্টস অ্যাকাডেমির সদস্যরা ধিমাল জনজাতির নাচ ও গান নিয়ে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করবেন।

অ্যাকাডেমির এই কর্মশালাটি চারদিন ধরে চলবে বলে জানাগেছে। ওয়েস্টবেঙ্গল স্টেট অ্যাকাডেমি অফ ডান্স, ড্রামা, মিউজিক অ্যান্ড ভিজুয়াল আর্টস অ্যাকাডেমির সম্পাদিকা হেমন্তি চট্টোপাধ্যায় জানান, ধিমালদের কতগুলি নিজস্ব লোকাচার রয়েছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠান যেমন পশু শিকার, মাছ ধরার সময় তাঁরা কিছু গান, নাচ করেন সেবিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হবে। সেইসঙ্গে এই জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও লোকাচারগুলি সংরক্ষণের জন্য ক্যামেরাবন্দিও করে রাখা হবে। ধিমাল লোকসংস্কৃতির বিশেষজ্ঞ গর্জনবাবু জানান, আধুনিকতার প্রভাবে ধিমালদের অনেক গান ও নাচ আর আগের মতো ব্যবহার হয় না। অচিরেই সেই সংস্কৃতি বিলুপ্তির পথে। নতুন প্রজন্মের অনেকে এগুলো শিখতে আগ্রহী নয়। তবুও আমরা চেষ্টা করছি, যাতে এগুলো ধরে রাখা যায়। এদিন সকাল থেকেই ধিমাল মহল্লায় জোর প্রস্তুতি দেখা যায়। কর্মশালায় সকাল থেকেই গ্রামের বয়স্ক শিল্পীরা তাঁদের সংস্কৃতির বিভিন্ন গান ও নাচ বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে পরিবেশন করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে আসা দলটিকে এই সব কাজে সহযোগিতা করছেন ধিমাল জনজাতির মানুষজনেরা। ধিমাল সমাজে কোন গানটি কোন অনুষ্ঠানে গাওয়া হয় এবং তারসঙ্গে কোন বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয়, তাদের নাচের ধরন কেমন, এই সব বিষয়ে তথ্য জোগাড় করাই এই কর্মশালাটির মূল উদ্দেশ্য। ধর্মীয় ও লৌকিক অনুষ্ঠানগুলিতে ধিমাল জনজাতির লোকেরা যেই সব গান ও নাচ করেন, সেগুলির মধ্যে রয়েছে- মাছ ধরার গান (পয়া পাকো), শিকার (ঘাকালে), ধানকাটা (উংচেকালে), শিশুদের ঘুমপাড়ানি গান (নিনঠাইকালে) প্রভৃতি।

টলিউডে কোরিওগ্রাফার শিলিগুড়ির সুবল

শিলিগুড়ি: বাংলার এক জনপ্রিয় রিয়্যালিটি শো-এ কোরিওগ্রাফার হিসেবে সবাইকে মুগ্ধ করেছেন শিলিগুড়ির সুবল পাল। তাঁর কোরিওগ্রাফি আশ্চর্য করেছে অভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়, অভিনেতা জীৎ-এর মত সেলেবদের, এমনকি শো-এর সেলেব বিচারক বলিউড অভিনেতা গোবিন্দা চোখ ফেরাতে পারেননি।

সুবল পাল শিলিগুড়ির সুকান্ত পল্লির ৩২ ওয়ার্ডের বাসিন্দা। তিনি এত কম সময়ে বাংলা চলচিত্র জগতে এরকম জায়গা করে নেবেন তা হয়তো সে ভাবতে পারেনি। তবে এই সাফল্যের পেছনে রয়েছে অনেক পরিশ্রম। সুকান্ত জানান, টলিউডে নিজের জায়গা করে নেওয়া কোন সহজ কথা নয়, প্রচুর পরিশ্রম প্রয়োজন। দিনে আঠারো ঘণ্টা চর্চা করার পর তাঁর এই সাফল্য। নিজেকে টিকিয়ে রাখতে হলে এরকম পরিশ্রম করতেই হবে।

সুবলের বাবা তপন পাল, একজন সাধারণ টোটো চালক। তিনি চেয়েছিলেন ছেলে অর্থ উপার্জনে মন দিক, বাড়িতে সংসারে সাহায্য করুক। ছেলে নাচের জগতে যাক, প্রথমদিকে সেটি চাননি তিনি। দু'বছর আগে পরিবারের ইছার বিরুদ্ধে গিয়ে নাচকে পেশা হিসেবে নিয়ে এগিয়ে যান সুবল। নিজেকে একজন সেরা কোরিওগ্রাফার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে কলকাতায় ছুটে যান। সুবলের সাফল্যে এখন খুশি সুবলের বাবা তপন পাল, মা দীপালি পাল সহ পাড়া প্রতিবেশিরা। তবে শুধু টলিউডে থাকতে চাননা তিনি, বলিউডে যাওয়ার ইচ্ছে রয়েছে তাঁর।

রিয়্যালিটি শো'য়ে সুবল গোবিন্দার সঙ্গে সুবল

ভবিষ্যতে তিনি শিলিগুড়িতে তাঁর নিজের একটি নিজের ড্যান্স অ্যাকাডেমি খোলার ইছা প্রকাশ করেন, যেখানে তিনি দুঃস্থ বাচ্চাদের নিখরচায় নাচ শেখাবেন। তিনি জানান, শিলিগুড়িতে হিপহপ ড্যান্সের প্রশিক্ষণ অনেক ভাল। ড্যান্সকে কেরিয়ার হিসেবে নেওয়া নিয়ে সুবল বলেন, অনেকেই মনে করেন নাচ করে কী হবে। তবে তা একবারেই ভুল সঠিক প্রশিক্ষণ থাকলে সাফল্য ঠিকই আসবে'।

ভারতের প্রথম ষড়ভুজ আকৃতির এলইডি ডাউনলাইট

নয়াদিল্লি: সিগনিফাই (ইউরোনেক্সট: লাইট), আলোকসজ্জার ক্ষেত্রে ভারতে ফিলিপস হেক্সা স্টাইল এলইডি ডাউনলাইট প্রবর্তন করেছে। এটি একটি অনন্য, প্রথম ধরণের ষড়ভুজ আকৃতির ডাউনলাইট যা সিলিংয়ে অনন্য নকশা তৈরির জন্য বিভিন্ন প্যাটার্নে সাজানো যেতে পারে। উপরন্তু, এটি একটি গোলাকার ফিটমেন্ট দিয়ে নির্মিত, যা সিলিংয়ে সাধারণ গোলাকার কাট-আউটগুলিতে ইনস্টল করা সহজ করে তোলে।

সুমিত যোশী, সিইও এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর, সিগনিফাই ইনোভেশনস ইন্ডিয়া বলেন, "আমরা আমাদের সাম্প্রতিক উদ্ভাবন - ফিলিপস হেক্সাস্টাইল ডাউনলাইট ভারতে লঞ্চ করতে পেরে গর্বিত। এর ষড়ভুজ আকৃতি গ্রাহকদের তাদের সৃজনশীলতা প্রকাশ করতে এবং তাদের সিলিংয়ে অনন্য নিদর্শন তৈরি করে, তাদের বাড়ির জন্য একটি সত্যিকারের ব্যক্তিগতকৃত আলোর অভিজ্ঞতা ডিজাইন করতে সক্ষম করবে"।

অ্যামাজন জিআইএফ-এ লাভবান ৩০,০০০ বিক্রেতা

শিলিগুড়ি: ভারতে মাসব্যাপী অ্যামাজনের জিআইএফ তথা গ্রেট ইন্ডিয়ান ফেস্টিভ্যাল চলাকালীন একদিকে প্রায় ৩০,০০০ বিক্রেতা লাভবান হয়েছেন। প্রসঙ্গত, বিক্রেতাদের প্রায় ৭০শতাংশ এসেছিলেন নন-মেট্রো শহর থেকে। এছাড়া সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, স্টার্টআপ গুলি প্রতি ২.৫ সেকেন্ডে একটি পণ্য বিক্রি করেছে। তেমনি অপরদিকে দেশব্যাপী প্রায় ৯৯.৭ শতাংশ গ্রাহক Amazon.in-এ নিরাপদে কেনাকাটা করেছেন। উল্লেখ্য, এর্নাকুলাম, গুন্টুর, পাটনা, কৃষ্ণা, ভোপাল প্রভৃতি টায়ার ২ এবং ৩ শহরে অ্যামাজনের ৭৯ শতাংশ নতুন গ্রাহক তৈরি হয়েছে। এছাড়াও এইবারই প্রথম অ্যামাজনের গ্রাহকরা ২৫টি ব্যাঙ্ক থেকে ইএমআই-এর বিকল্প উপভোগ করলেন। অর্থাৎ জিআইএফ চলাকালীন Amazon Pay-এর মাধ্যমে শপিং করেছেন।

ভয়েস শপিং-এর মাধ্যমে এই উৎসবের মরশুমে চুটিয়ে শপিং করেছেন গ্রাহকরা। এছাড়াও এলুরু, মহীশূর, বাটালা এবং আজমিরের মতো টায়ার-২ এবং নীচের শহরগুলির কয়েক লক্ষ গ্রাহক অ্যামাজনের ইজি স্টোরগুলিতে শপিং-এর অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। অ্যামাজন ইন্ডিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট মনীশ তিওয়ারি বলেন, উৎসেবর মরশুমে Amazon.in-এর মাধ্যমে বিক্রেতাদের সাহায্য করতে পেরে আমরা খুবই গর্বিত।

এইচডিএফসি লাইফের গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ন অফার

মুম্বাই: ভারতের জীবন বীমা সংস্থাগুলির মধ্যে অন্যতম এইচডিএফসি লাইফ, দীপাবলি উপলক্ষ্যে গ্রাহকদের কথা মাথায় রেখে বাজারে এনেছে 'লাইফ সঞ্চয় ফিক্সড ম্যাচুরিটি প্ল্যান'। যা নির্দিষ্ট আর্থিক লক্ষ্য অর্জনের নিশ্চয়তা দেয়। এইচডিএফসি লাইফ সঞ্চয় ফিক্সড ম্যাচুরিটি প্ল্যান ডিজাইন করা হয়েছে বিভিন্ন বয়সের গ্রাহকদের আর্থিক লক্ষ্য পূরণের জন্য যা তাদের একটি কাঙ্ক্ষিত মেয়াদের জন্য উচ্চতর নির্দিষ্ট গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ন অফার করে।

এই প্ল্যানে ৫০০ টিরও বেশি প্রিমিয়াম পেমেন্ট টার্ম এবং পলিসি টার্ম কম্বিনেশন রয়েছে যা গ্রাহকদের তাদের লক্ষ্য পূরণে সাহায্য করে। উল্লেখ্য, গ্রাহকরা এককভাবে বা যৌথভাবে এই প্ল্যানটি ক্রয় করতে পারেন এবং তাদের পছন্দের লাইফ কভারটিও বেছে নিতে পারেন যা বার্ষিক প্রিমিয়ামের ১.২৫ গুণ বা ১০ গুণ হতে পারে।

এইচডিএফসি লাইফের চিফ অ্যাকচুয়ারি শ্রীনিবাসন পার্থসারথি জানান, কোভিড মহামারী দেখিয়ে দিয়েছে প্রতিটি ব্যক্তিরই অর্থনৈতিক ভবিষ্যত মজবুত হওয়ায় অত্যন্ত জরুরী। তাই গ্রাহকদের কথা মাথায় রেখে এইচডিএফসি লাইফের তরফ থেকে এমন একটি অফার লঞ্চ করা হয়েছে যা গ্রাহকদের চাহিদা মেটাতে সহজেই কাস্টমাইজ করা যায়।

অনলাইন গ্রাহকদের সুরক্ষায় উদ্যোগী বাজাজ

দুর্গাপুর: উৎসবের মরসুমে ইলেকট্রনিক প্ল্যাটফর্মে অনলাইন জালিয়াতি থেকে গ্রাহকদের সুরক্ষিত রাখতে বাজাজ ফাইন্যান্স লিমিটেডের পক্ষ থেকে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা মাসের অংশ হিসাবে বাজাজ ফাইন্যান্সের পক্ষ থেকে তাদের গ্রাহকদের ইমেল এবং সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে একটি পরামর্শ জারি করেছে।

উল্লেখ্য, উৎসবের মরসুমে অনলাইন কেনাকাটায় প্রচুর ডিসকাউন্ট ও ক্যাশব্যাক অফার থাকে। আর এই অফার খুঁজতে গিয়েই ভোক্তারা সাইবার জালিয়াতির ফাঁদে পড়ে যান। তাই এই সাইবার জালিয়াতি সম্পর্কে ভোক্তাদের সতর্ক এবং অবগত থাকা গুরুত্বপূর্ণ। এই কথা মাথায় রেখেই ইলেকট্রনিক প্ল্যাটফর্মে জালিয়াতি সম্পর্কে গ্রাহকদের সচেতন করতে বাজাজ ফাইন্যান্সের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা জনিত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বাজাজ ফাইন্যান্সের নির্দেশ গুলি হল- কোনও সাইটে ঢোকার আগে বাজাজ ফাইন্যান্সের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলগুলিতে যাচাইকৃত নীল টিক চিহ্নটি পরীক্ষা করতে হবে। অজানা কলারদের সাথে কথা বলার সময় ফোন/এসএমএস/ইমেলের মাধ্যমে ব্যক্তিগত বিবরণ শেয়ার করার সময় সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। নিয়মিত ব্যক্তিগত সাইটের পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করতে হবে। পেমেন্ট পাওয়ার জন্য কোনও লিঙ্কে ক্লিক করা থেকে বিরত থাকতে হবে প্রভৃতি।

শ্রী চৈতন্য ইনস্টিটিউট-এর ৩ জন ছাত্র নিট ২০২১ পরীক্ষায় ৫ম স্থান অর্জন করেছে

কলকাতা: খান্দাভ্যালি শশাঙ্ক, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তেলেঙ্গানার গোরিপতি রুশিল ক্লাস রুম প্রোগ্রাম থেকে এবং সুয়শ অরোরা আমাদের ডিস্ট্যান্স লার্নিং প্রোগ্রাম থেকে শ্রী চৈতন্যের ৩ জন ছাত্র ৭১৫ নম্বর স্কোর করে ৫ম এআইআর স্থান অর্জন করেছে। মার্কেট লিডার ওপেন ক্যাটাগরিতে ১০০ Rank-এর নিচে ২১টি শীর্ষ স্থান অর্জন করেছে। এ বছর ১৬ লাখের বেশি শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল। নিট এর ফলাফলের সাথে সাথে, মেডিকেল কাউন্সেলিং কমিটি এবং অন্যান্য কাউন্সেলিং কর্তৃপক্ষ শীঘ্রই এমবিবিএস এবং অন্যান্য মেডিকেল কোর্সের জন্য রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া শুরু করবে। ছাত্ররা তাদের অসামান্য পারফরম্যান্সের জন্য কঠোর পরিশ্রম এবং শ্রী চৈতন্যের দেওয়া কোচিংকে কৃতিত্ব দেয়, যা ভারতে (এবং সমগ্র এশিয়ায়) সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক বলে বিবেচিত হয়। নিট ২০২১-এর জন্য ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি দ্বারা ঘোষিত আকর্ষক ফলাফলের বিষয়ে মন্তব্য করে, শ্রীচৈতন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক ডিরেক্টর মিসেস সুষমা বোপ্পানা বলেছেন, "আমি অভিভাবকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই যে তারা নিরন্তর সমর্থন করে যাচ্ছেন। ছাত্রদের আমি তাদের ভবিষ্যতের জন্য মঙ্গল কামনা করি।"

নিসানের সাবস্ক্রিপশন প্ল্যান ভারতীয়দের উপযোগী

নয়াদিল্লি: নিসান ইন্ডিয়া ভারতে নিসান এবং ড্যাটসুন গ্রাহকদের জন্য 'নিসান ইন্টেলিজেন্ট ওনারশিপ' পরিচালনার মাধ্যমে জুমকার এবং অরিক্সের সাথে পার্টনারশীপ ঘোষণা করেছে। এই সাবস্ক্রিপশন প্ল্যানটি ভারতীয় গ্রাহকদের প্রগতিশীল লাইফস্টাইলের জন্য উপযুক্ত।

উল্লেখ্য, 'নিসান ইন্টেলিজেন্ট ওনারশিপ' মডেলটি দিল্লি এনসিআর, ব্যাঙ্গালোর, চেন্নাই, মুম্বাই, হায়দ্রাবাদ এবং পুনেতে পাওয়া যাচ্ছে। নিসান ইন্টেলিজেন্ট ওনারশিপ সাবস্ক্রিপশন প্ল্যানটি একটি স্বচ্ছ প্ল্যান। অর্থাৎ গ্রাহকরা সামান্য কিছু ফেরতযোগ্য সিকিউরিটি ডিপোজিট দিয়ে সাবস্ক্রিপশন করতে পারবে। তার ওপর এই সাবস্ক্রিপশন প্ল্যানটি সমস্ত রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বহন করে। এর মধ্যে রয়েছে নির্ধারিত মেরামত, টায়ার এবং ব্যাটারি প্রতিস্থাপন সহ কাগজপত্রের খরচ, রেজিস্ট্রেশন ফি, রোড ট্যাক্স, আরটিও খরচ প্রভৃতি।

নিসান মোটর ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর রাকেশ শ্রীবাস্তব এই বিষয়ে জানান, নিসান ইন্টেলিজেন্ট ওনারশিপ সাবস্ক্রিপশন প্ল্যান শেয়ার-ব্যাকিন সাবস্ক্রিপশন স্পেস সহ খুবই উদ্ভাবনী। কারণ এটি সাশ্রয়ী, নমনীয় এবং নিসান ও ড্যাটসুন গ্রাহকদের জন্য সঞ্চয় সম্ভাবনার সাথে উপভোগ্য গাড়ির মালিকানার অভিজ্ঞতা প্রদান করে।

আন্তর্জাতিক বাজারে দেশের কুটিরশিল্পের প্রসারে কালারা

মুম্বই: রিলায়েন্সের অধীনস্থ সংস্থা কালারা, দেশের বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট পৌঁছে দিচ্ছে বিশ্বের সকল ক্রেতার কাছে। এই কোম্পানির হাত ধরে ভারতের বিভিন্ন ধরনের প্রডাক্ট ছড়িয়ে পড়ছে পুরো বিশ্বের বাজারে। কালারার মাধ্যমে ভারতের প্রায় ৭৫ হাজারের বেশি ট্র্যাডিশনাল প্রোডাক্ট বিশ্ববাজারের ক্রেতার কাছে খুব সহজেই পৌঁছে গিয়েছে।

কালারার মাধ্যমে গ্লোবাল মার্কেটে পরিচিতি লাভ করেছে ভারতের বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট। এর ফলে ভারতের এই প্রোডাক্টগুলোর চাহিদাও বৃদ্ধি পেয়েছে গ্লোবাল মার্কেটে। কালারা রিলায়েন্সের অধীনস্থ একটি ইউনিক বিটুবি ক্রস-বর্ডার টেকনোলজি প্ল্যাটফর্ম।

কালারা হল একটি সাপ্লাই চেন সংস্থা। যার কাজ হল বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট খুঁজে বের করা, প্রডাক্ট ডেভেলপমেন্ট, আন্তর্জাতিক পার্টনারশিপের ব্যবস্থা করা। এর মাধ্যমে ভারতের প্রায় ১ হাজারেরও বেশি প্রডাক্ট প্লেনে অথবা জাহাজে বিভিন্ন দেশে রফতানি করা হয়।

টাটা মোটর্সের ২১টি নতুন কমার্সিয়াল ভেহিকেল

শিলিগুড়ি: ভারতের বৃহত্তম কমার্সিয়াল ভেহিকেল নির্মাতা টাটা মোটর্স দেশের আর্থিক প্রগতির ধারাকে সচল রাখতে ২১টি নতুন প্রোডাক্ট ও ভেরিয়েন্ট নিয়ে এসেছে। বিভিন্ন সেগমেন্টে মাল পরিবহন ও যাত্রী পরিবহনের জন্য নির্মিত এই ভেহিকেলগুলি টাটা মোটর্সের 'পাওয়ার অফ সিক্স' সুবিধা প্রদান করবে এবং সেইসঙ্গে দেবে 'হায়ার প্রোডাক্টিভিটি' ও 'লোয়ার টোটাল কস্ট অফ ওনারশিপ' (টিসিও)।

২১টি ভেহিকেল উদ্বোধন করে টাটা মোটর্সের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর গিরীশ ওয়াঘ জানান, কমার্সিয়াল ভেহিকেলের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকায় থাকা টাটা মোটর্স গ্রাহকদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে 'স্মার্টার', 'ফিউচার-রেডি' প্রোডাক্ট ও সার্ভিস পেশ করে চলেছে। সদ্য চালু করা ২১টি 'ফিচার রিচ' ভেহিকেল আনা হয়েছে ভারতের অর্থনীতির চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে এবং কার্যকর পরিবহনের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে। এই ভেহিকেলগুলি সবরকমের কাজের জন্য তৈরি করা হয়েছে। এগুলিতে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি-কৌশল ব্যবহার করে শক্তপোক্ত, আরামদায়ক ও সহজ ব্যবহার যোগ্য করে তোলা হয়েছে, যাতে গ্রাহকদের প্রয়োজন ও চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়। এগুলি কমখরচে আরও বেশি আয় দেবে।

Sony India নিয়ে এসেছে নতুন লেন্স

শিলিগুড়ি: Sony India তাদের G মাস্টার লাইনআপে নতুন লেন্স ঘোষণা করেছে FE 70-200mm F2.8 GM OSS II, এটা রেজোলিউশন এবং বোকেহ আর সেইসাথে Sony'র G মাস্টার ডিজাইনে পরিচিত অতুলনীয় AF (অটোফোকাস) এর পারফরমেন্সের এক অসাধারণ সমন্বয় প্রদান করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। Sony'র ই-মাউন্ট ক্যামেরা বডির সাথে পুরোপুরি যুক্ত করার জন্য ডিজাইন করা FE 70-200mm F2.8 GM OSS II শুধু অসামান্য অপটিক্যাল গুণমান এবং উন্নত AF পারফরমেন্সই দেয় না, এটা বিশ্বের সবচেয়ে হালকা যাতে F2.8 70-200 mm জুম করা যায় যাতে অভূতপূর্ব শুটিঙের নমনীয়তা আর স্বাধীনতা পান।

FE 70-200mm F2.8 GM OSS II সবচেয়ে কঠিন পরিবেশেও নির্ভরযোগ্য হওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। পেশাদারদের থেকে নেওয়া মতামতের ভিত্তিতে তৈরি হওয়ায়, এটা FE 400 mm F2.8 GM OSS আর FE 600 mm F4 GM OSS এর সমান ধুলো আর আর্দ্রতা রোধ করে। Sony India'র ডিজিটাল ইমেজিং বিজনেসের প্রধান মিঃ মুকেশ শ্রীবাস্তব বলেন "নতুন FE 70-200mm F2.8 GM OSS II হালকা হওয়ার পাশাপাশি যে কোন শুটিং করার পরিস্থিতিতে অনায়াসে হ্যান্ডল করা যায়"।

টুকরো খবর

কামতাপুরী ভাষায় বই প্রকাশ করল কামতাপুরী ভাষা অ্যাকাডেমি

জলপাইগুড়ি: কামতাপুরী ভাষা অ্যাকাডেমি ২ নভেম্বরে কামতাপুরী ভাষায় লেখা ছড়া, উপন্যাস, প্রবন্ধ সহ মোট ৩০টি বইয়ের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করল। এদিন প্রকাশিত হওয়া বইগুলির মধ্যে রয়েছে কামতাপুরী ভাষার অভিধান, ব্যাকরণ, ও কামতাপুরী জোকসের বই।

বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে অ্যাকাডেমির ভাইস চেয়ারম্যান বজলে রহমান বলেন, কামতাপুরী ভাষার প্রসারে রাজ্য সরকারের উদ্যোগ প্রশংসনীয়। রাজ্যের ভূমিকার জন্যই আমরা পুরনো এই ভাষার আরও প্রসারে অগ্রসর হতে পারছি। আগামীদিনে আমাদের পরিকল্পনা আছে অ্যাকাডেমির তরফে চিলারায়, পঞ্চানন বর্মা, আব্বাসউদ্দীনদের মতো ব্যক্তিত্বদের জীবনী নিয়ে বই প্রকাশ করার।

শিলিগুড়িতে ফের চালু দুয়ারে রেশন

শিলিগুড়ি: ২ নভেম্বরের মঙ্গলবার থেকে শিলিগুড়ি মহকুমায় আবার দুয়ারে রেশন শুরু হল। মহকুমা খাদ্য দফতর সূত্রে জানা গেছে, পঞ্চাশ শতাংশের বেশি ডিলারকে নিয়ে দুয়ারে রেশন শুরু হয়েছে। এছাড়াও অঞ্চলের বাকি ডিলারদেরকেও এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। ১৬ নভেম্বর থেকে মহকুমার সমস্ত ডিলারদের দিয়ে এই প্রকল্পের কাজ শুরু হবে। ডিলার সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে শিবির করেই রেশন বিলি করা হবে।

বেআইনি গাঁজাচাষ বন্ধ করতে অভিযান

কোচবিহার: জেলায় বেআইনি গাঁজা চাষ বন্ধ করতে এর বিরুদ্ধে অভিযানে নামল কোচবিহার প্রশাসন। ১ নভেম্বর জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার বিভাগ ও পুলিশ প্রশাসন, আবগারি দফতরের সঙ্গে যৌথভাবে অভিযান চালায়। জেলা পুলিশ সুপার সুমিত কুমারের নেতৃত্বে এদিন কোচবিহার-১ ব্লকের চান্দামারি এলাকায় বেশকিছু জমির গাঁজা গাছ নষ্ট করা হয়। সূত্রের খবর, জেলার বিভিন্ন এলাকায় অবৈধ গাঁজা চাষ শুরু হয়ে গিয়েছে। এদিন কোচবিহার-১ ব্লকের চান্দামারি সহ আশপাশ এলাকায় ব্যাপক পরিমাণ গাঁজা গাছ নষ্ট করে প্রশাসন।

রাজ্যে প্রথম রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতি

রাজগঞ্জ: রাজ্যের সেরা পঞ্চায়েত সমিতি হিসেবে নির্বাচিত হল জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতি। রাজ্য ও কেন্দ্রের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গুলি ব্লকে সফলভাবে রূপায়ণে রাজ্যের মধ্যে প্রথম হয়েছে রাজগঞ্জ। মিনিস্ট্রি অব পঞ্চায়েতি রাজের পক্ষ থেকে স্বাধীনতার ৭৫ বছরকে স্মরণীয় করে রাখতে দেশজুড়ে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতের কাজের উপর বিশ্লেষণ করা হয়। তার উপর পারফরম্যান্স বিচার করেই রাজ্যে সেরা হয়েছে রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতি।

রক্ষনাবেক্ষণের অভাবে বেহাল ভাওয়াইয়া সম্রাটের ভিটে

কোচবিহার: মাত্র কয়েক লক্ষ টাকার জন্য ভাওয়াইয়া সম্রাট আব্বাসউদ্দিন আহমেদের বাড়ি ও সঙ্গীতচর্চা কেন্দ্র অধিগ্রহণ করতে পারেনি রাজ্য সরকার। একসময় কাজী নজরুল ইসলাম এই চর্চা কেন্দ্রে এসে সঙ্গীত চর্চা করেছেন এবং গানও লিখেছেন। বাম আমল থেকে তৃণমূল, সরকার বদলালেও ভাওয়াইয়া সম্রাটের স্মৃতির প্রতি অবহেলার ছবিটি আজও একই রয়ে গেছে। বর্তমানে কোচবিহারের বলরামপুর গ্রামে জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে রয়েছে শিল্পী আব্বাসউদ্দিনের বাড়ি ও সঙ্গীতচর্চা কেন্দ্রটি।

আব্বাসউদ্দিন আহমেদের বাড়ি

কোচবিহার থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে বলরামপুর গ্রাম, সেখানেই ১৯০১ সালে জন্ম গ্রহণ করেন ভাওয়াইয়া সম্রাট আব্বাসউদ্দিন। তাঁর জাদু কণ্ঠে পল্লীগীতি, ভাওয়াইয়া,গজল আজও শ্রোতার মন জয় করে। উল্লেখ্য, ভাওয়াইয়া সঙ্গীতকে তিনি এক অন্যমাত্রায় পৌঁছে দেন। ছোটবেলা থেকেই সঙ্গীতের প্রিত তাঁর আগ্রহ ছিল। এই আগ্রহ থেকেই সঙ্গীত চর্চা সাধনার জায়গায় চলে যায়। একসময় তাঁর নাম দেশের গন্ডী ছাড়িয়ে বিদেশেও ছড়িয়ে পড়ে।

সরকারি অধিগ্রহণের অভাবে প্রবাদ প্রতিম এই শিল্পীর জন্ম ভিটে ও সঙ্গীতচর্চা কেন্দ্র-দুটির অবস্থা আজ ভগ্নপ্রায়। ২৫ অক্টোবর বলরামপুরে গিয়ে দেখা গেল, যা অবস্থা তাতে যে কোন দিন ভেঙ্গে পড়তে পারে এই সঙ্গীতচর্চা কেন্দ্রটি। রক্ষণাবেক্ষণের শিল্পীর বাড়িটিও জঙ্গলে ঢেকে গিয়েছে। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, বাড়ি ও সঙ্গীতচর্চা কেন্দ্র যে জমিতে রয়েছে তার মালিক স্থানীয় এক পরিবার। তারাই আব্বাস উদ্দিন আহমেদের বাড়ি ও সঙ্গীতচর্চা কেন্দ্রটিকে আগের মত রেখে দিয়েছে। তবে কতদিন এইভাবে থাকবে তা সময়ই বলবে।

দার্জিলিংয়ে শুরু হচ্ছে 'ঘুম উৎসব'

দার্জিলিং: দার্জিলিংয়ের পাহাড়ের পর্যটনকে তুলে ধরতে উত্তর-পূর্বসীমান্ত রেল 'ঘুম উৎসব'-এর আয়োজন করছে। ১৩ নভেম্বর থেকে ৫ ডিসেম্বর মোট ২৩ দিন ধরে চলবে এই ঘুম উৎসব। পাহাড়ের পর্যটনকে তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের প্রত্যেকের জীবনের সঙ্গে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে'র টয় ট্রেনের যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে, সেটিও সর্বস্তরের মানুষের কাছে তুলে ধরার উদ্দেশ্য রয়েছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের।

টয় ট্রেনের টানে প্রতিবছর হাজার হাজার মানুষ ছুটে আসেন দার্জিলিংয়ে। তবে শুধু টয় ট্রেনেরই নয়, দার্জিলিংয়ের পাহাড়ের সৌন্দর্য, এখানকার মানুষজনের টানেও পর্যটকরা ছুটে আছেন পাহাড়ে। দার্জিলিং স্টেশন ম্যানেজার জানান, উৎসবের উপলক্ষ টয় ট্রেন হলেও উৎসবের নাম 'ঘুম উৎসব' দেওয়া হয়েছে, কারন এটি ভারতের সবচেয়ে উঁচু রেল স্টেশন। সমুদ্রস্থর থেকে দার্জিলিং শহর ৬ হাজার ৭০০ ফুট উচ্চতায় এবং ঘুম স্টেশন তাঁর থেকেও ওপরে রয়েছে ৭ হাজার ৪০৭ ফুট উচ্চতায়। এই উৎসবে পাহাড়ের গ্রামগুলিতে হাঁটা, চা-পর্যটন, সাইক্লিং, হিমালয় ইকোলজিক্যাল ট্যুরের মতো নানা আয়োজন করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। অনুষ্ঠানগুলি দার্জিলিং ও ঘুম স্টেশনের মধ্যে হবে, তবে শেষ দিন অনুষ্ঠানটির ৫ ডিসেম্বরের অনুষ্ঠানটি করা হবে দার্জিলিং শহরের ম্যালে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম এস কে চৌধুরি, বলেছেন, "ঘুম উৎসবের পরিকল্পনা এমনভাবে করা যেখান থেকে উঠে আসবে পাহাড়ের স্থানীয় মানুষ ও টয় ট্রেন কীভাবে পারস্পরিক সহযোগিতায় ঋদ্ধ হয়েছে"

আবাস যোজনার টাকা তুলে নেওয়ার অভিযোগ পঞ্চায়েত সদস্যা ও তার স্বামীর বিরুদ্ধে

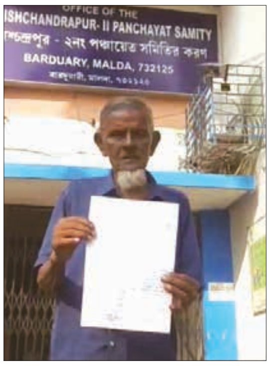

কালু শেখ

মালদা: আবার আবাস যোজনা টাকা প্রতারণা করে মারধর করে জোরপূর্বক উপভোক্তার কাছ থেকে উঠিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠল শাসকদলের পঞ্চায়েত সদস্যা ও তার স্বামীর বিরুদ্ধে। মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার দৌলতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ইলাম গ্রামের ঘটনা। এই গ্রামের বাসিন্দা ৭০ বছরের কালু শেখের নামে আবাস যোজনার ঘর এসেছিল। অভিযোগ, এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যা মর্জিনা খাতুনের নেতৃত্বে ২৯ অক্টোবর তাঁর স্বামী সুলতান আলী সহ আরো কয়েকজন লোক, কালু শেখ নামক ওই ৭০ বছরের বৃদ্ধকে ঘরে আটকে জোর করে, মারধর করে ফিংগারপ্রিন্ট নিয়ে তার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলে নেয়। এমনকি এর আগেও এই বৃদ্ধের কাছ থেকে দফায় দফায় টাকা নেওয়া হয় বলে অভিযোগ ওই পঞ্চায়েত সদস্যা ও তার স্বামীর বিরুদ্ধে। ওই বৃদ্ধ টাকা তোলার জন্য ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিতে অস্বীকার করলেও অমানবিক ভাবে মারধর করা হয় বলেও দাবি বৃদ্ধের। কালু শেখ এ বিষয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের বিডিও সহ হরিশ্চন্দ্রপুর থানা আইসির কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন। ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকা জুড়ে। যদিও পুরো ঘটনা স্বীকার করে নিয়েছে ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস।

এ বিষয়ে নম্বর ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জুবেদ আলী জানান, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর আবাস যোজনা সহ যে কোন রকম প্রকল্পে কারো কাছ থেকে টাকা নেওয়া যাবে না। এ বিষয়ে দলীয় কেউ যুক্ত থাকলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শুনতে পেয়েছি দৌলতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এক মেম্বারের বিরুদ্ধে এমন এক অভিযোগ উঠেছে। দলের এর তরফ থেকে এ বিষয়ে খতিয়ে দেখা হবে। হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি সঞ্জয় কুমার দাস জানান, অভিযোগ জমা পড়েছে, পুরো ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

কোচবিহারে কেএলও লিঙ্ক ম্যান সন্দেহে ধৃত ৩

কোচবিহার: ফের কেএলও লিঙ্ক ম্যান সন্দেহে তিনজনকে গ্রেপ্তার করল নিশিগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃতদের ১৯ অক্টোবর মাথাভাঙ্গা আদলতে তোলা হয়। তদন্তের জন্য পুলিশ ধৃতদের ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজতে নিয়েছে। উল্লেখ্য, মাথাভাঙ্গার এক ব্যবসায়ীকে কেএলও-র নাম করে টাকা চেয়ে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ ১৫ সেপ্টেম্বর একজনকে গ্রেপ্তার করে। সেই সূত্র ধরেই ১৮ অক্টোবর রাতে কেএলও লিঙ্ক ম্যান সন্দেহে এই তিনজনকে গ্রেপ্তার করে নিশিগঞ্জ ফাঁড়ি ও মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে একজন পুরানো কেএলও লিঙ্ক ম্যান সন্দেহে আগেও গ্রেপ্তার হয়েছিল বলে পুলিশ সূত্রে খবর। গোটা বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখছে পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ। এব্যাপারে মাথাভাঙ্গার এসডিপিও সুরজিৎ মণ্ডলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত দুই মাস আগে মাথাভাঙ্গা তথা নিশিগঞ্জের এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে টাকা চেয়ে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। ওই ব্যবসায়ীর অভিযোগ তাঁর কাছ থেকে দুই লক্ষ টাকা দাবি করা হয়েছিল। এরপর তদন্তে নেমে পায়। পুলিশ কিছু তথ্যপ্রমাণ হাতে পায়। সিসিটিভির সূত্র ধরে কেএলও লিঙ্ক ম্যান সন্দেহে একজনকে গ্রেপ্তার পুলিশ। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে কোচবিহার-১ ব্লকের মাঘপলা ও মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের জোরপাটকি এলাকা থেকে ১৮ অক্টোবর রাতে ফের তিনজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ হয়।

হাতি দেখতে গিয়ে মৃত্যু হল যুবকের

মালবাজার: ধান পাকার মরশুম আসতেই ডুয়ার্সের জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় বাড়ে হাতির উপদ্রব। ধান পাকলেই, পাকা ধান খেতে দলবেঁধে হাতি ঢুকে পড়ে লোকালয়ে। এ কোনও নতুন ঘটনা নয়। এমনকি অনেক সময় ধান খেতে এসে হাতি লোকালয়ে আটকেও পড়ে। কিন্তু ২৪ অক্টোবর মাল ব্লকের কুমলাই ও তেশিমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতে একদল হাতিকে নিয়ে যে ঘটনা ঘটল তা সত্যিই অভাবনীয়। লোকালয়ে আটকে পড়া একটি হাতির দলকে দেখতে সারাদিন কাতারে কাতারে মানুষ ভিড় করেন এবং সারাদিন কিছু মানুষ হাতির পালকে ভীষণ ভাবে বিরক্ত করে। শেষ পর্যন্ত হাতির হানায় এক যুবকের মৃত্যু হয়। মাল থানা সূত্রের খবর, মৃতের নাম সুশীল ওরাওঁ(২৪)। তিনি তেশিমলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ডেমকাঝোড়া এলাকার বাসিন্দা।

গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার ২৩ অক্টোবর রাতে হাতির দলটি গরুবাথানের ভুট্টাবাড়ি বনাঞ্চল থেকে বেরিয়ে তারঘেরা বনাঞ্চলের দিকে যাচ্ছিল। কিন্তু ভোর হতেই হাতির দলটি কুমলাই নদীর সেতু লাগোয়া এলাকায় আটকে পড়ে। খবর পেয়ে স্থানীয় মানুষ হাতি দেখতে ভিড় জমান। হাতির দলটিকে বনে পাঠানোর চেষ্টা করেন বন কর্মীরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে মাল থানার পুলিশ আসে ঘটনাস্থলে। কিন্তু মানুষের ভিড়ে হাতির দলটি নেপুচাপুর চা বাগান, ডেমকাঝোড়া ও বেতগুড়ি এলাকায় ঘোরাফেরা করতে থাকে।

এদিন ঘটনাস্থলে মালবাজার বন্যপ্রাণ স্কোয়াডের কর্মীরা সারাদিন থাকলেও ভিড় সামাল দেওয়া যায়নি। অবশেষে সন্ধ্যা নাগাদ বন কর্মীরা হাতির দলটিকে চেল নদী পার করিয়ে তারাঘেরা বনাঞ্চলে পাঠিয়ে দেন। মালবাজার বন্যপ্রাণ স্কোয়াডের ওয়াডেন দীপেন সুব্বা জানান, বিকেলবেলা কোনভাবে ওই যুবক হাতির দলের সামনে পড়ে যান। বন কর্মীরা দেহ উদ্ধার করে মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠান। কর্তব্যরত চিকিৎসক ওই যুবককে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

তৃতীয় ব্যাচের অনুমোদন পেল কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ এন্ড হসপিটাল

কোচবিহার: কোচবিহারের মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণ মেডিক্যাল কলেজ এন্ড হসপিটাল তৃতীয় ব্যাচের ছাত্র ভর্তির অনুমোদন পেয়ে গিয়েছে। ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন এই অনুমোদন দিয়েছে। এবার নীটের ফল প্রকাশ হলেই কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে ছাত্র ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে। উল্লেখ্য, মেডিক্যাল কলেজে গোটা দুই বর্ষে ১০০ জন করে মোট ২০০ জন ছাত্রছাত্রী বর্তমানে পড়াশুনা করছে। এবার আরও ১০০ জন ভর্তি হলে এখানে মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়াবে ৩০০। মেডিক্যাল কলেজের নতুন ভবনে এঁদের জন্য পর্যাপ্ত পরিকাঠামো তৈরি করা হয়েছে। সেই সঙ্গে মেডিক্যাল কলেজের ওয়েব সাইটও চালু হয়েছে। এখানে ডিপ্লোমা অফ ন্যাশনাল বোর্ড (ডিএনবি) কোর্স চালু হবে।

কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল ডাঃ সুকুমার বসাক বলেন, আমরা তৃতীয় ব্যাচের ছাত্র ভর্তির অনুমোদন পেয়ে গিয়েছি। এবার থেকে এখানে ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষে তৃতীয় ব্যাচের ছাত্র ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হবে। তিনি আশাপ্রকাশ করেন, ডিসেম্বর থেকে ক্লাস শুরু হয়ে যাবে। কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিক পাশেই কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজের নতুন ভবন তৈরি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এই ভবনের উদ্বোধন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই নতুন ভবন তৈরি হওয়ার আগে থেকেই পঠনপাঠন চলছিল। এই নতুন ভবনে লেকচার থিয়েটার সহ প্র্যাক্টিক্যাল রুম, টিউটোরিয়াল রুমও তৈরি করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, মেডিক্যাল কলেজ কতৃপক্ষ তাদের নতুন ওয়েব সাইটও চালু করেছে। www.mjnmch.ac.in নামে ওয়েব সাইটটি চালু হয়ে গিয়েছে। এটি ধাপে ধাপে আপডেট করা হবে।

টুকরো খবর

ক্যারাটেতে পদক ময়নাগুড়ির

ময়নাগুড়ি: নর্থবেঙ্গল ওপেন ক্যারাটে প্রতিযোগীতায় পদক জিতল ময়নাগুড়ির ছয় ক্যারাটেক। ৩১ অক্টোবর শিলিগুড়ির দিল্লী পাবলিক স্কুলে এই প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগীতায় সোনা জিতেছে ময়নাগুড়ি সুবোধ মণ্ডল, রূপো পেয়েছে হিমানী রায়। ব্রোঞ্জ পেয়েছে বিকি রায়, রাজেশ রায়, মনোজ রায় ও শুভঙ্কর রায়।

চ্যাম্পিয়ন মোয়ামারি এফসি

ময়নাগুড়ি:১ নভেম্বর ময়নাগুড়ি হাইস্কুল মাঠে ময়নাগুড়ি ইয়ং স্টার ক্লাবের ১৬ দলীয় ফুটবলে টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলে মোয়ামারি এফসি এবং টাপুরহাট পুলিশ একাদশ। ম্যাচের নির্ধারিত সময় গোলশূন্য থাকে। পরে টাইব্রেকারে মোয়ামারি এফসি ৫-৩ গোলে টাপুরহাট পুলিশ একাদশকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। ফাইনাল ম্যাচের সেরা প্লেয়ার ছিলেন মোয়ামারির জিয়ারুল হক এবং সেরা গোলরক্ষক টাপুরহাটের গোলরক্ষক ইউনুস আলি। বিজয়ী দলকে পুরস্কার তুলে দেন ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্যোক্তা নূর ইসলাম, আমিকুল ইসলাম প্রমুখ।

চ্যাম্পিয়ন শিলিগুড়ি এফসি

ধূপগুড়ি: ধূপগুড়ির দেওমালি প্লেয়ার্স ইউনিটের নৈশ ফুটবলের ফাইনালে চ্যাম্পিয়ন হল শিলিগুড়ি এফসি। ১ নভেম্বর রাতে ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় শিলিগুড়ি এফসি এবং জলপাইগুড়ি এফসি'র মধ্যে। ফাইনালে শিলিগুড়ি এফসি জলপাইগুড়ি এফসি কে ২-১ গোলে হারিয়েছে। জলপাইগুড়ির সানি পাল প্রতিযোগিতার সেরা নির্বাচিত হন। শিলিগুড়ির দেবজিত রায় প্রতিযোগিতার সেরা নির্বাচিত হয়েছেন।

ওয়ার্ল্ড প্রো টুরে চ্যাম্পিয়ন অথর্ব গুপ্তা

শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ির অথর্ব গুপ্তা আইটিটিএফ ওয়ার্ল্ড প্রো টুরের হাঙ্গেরি ওপেন টেবিল টেনিসে ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৩ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। ৩ নভেম্বর ফাইনালে স্লোভাকিয়ার প্যাভোল কোকাভেজকে অথর্ব ৩-১ গেমে হারিয়েছেন। খেলার ফল ছিল ১১-৩, ১১-৭, ৮-১১। অথর্ব সাফল্যে খুশি তাঁর মা-বাবা, দলের কোচ সুব্রত রায় এবং এলাকাবাসী।

রাজ্য কুস্তিতে সেরা আলিপুরদুয়ারের নন্দন

কামাখ্যাগুড়ি: কুস্তিতে রাজ্য সেরা হল আলিপুরদুয়ার জেলার কামাখ্যাগুড়ি লাগোয়া মজিদখানার যুবক নন্দন দেবনাথ। অর্থ উপার্জনের তাগিদে প্রায় তিন বছর ধরে বাইরে থাকায় রুটিন মাফিক অনুশীলন করতে পারেননি নন্দন। তিন মাস আগে বাড়ি ফেরেন তিনি। আর এই তিন মাসের চর্চাতেই একেবারে সাফল্যের চূড়াতে নন্দন। উল্লেখ্য, রবিবার কলকাতায় আয়োজিত রাজ্য কুস্তি প্রতিযোগিতায় ৬০ কেজি বিভাগে সোনার মেডেল পেয়েছে কামাখ্যাগুড়ির এই যুবক। এখন তাঁর একটাই লক্ষ্য জাতীয় প্রতিযোগিতায় সফলতা অর্জন। উল্লেখ্য, নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে উত্তর প্রদেশে জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে চলেছেন তিনি। এখন নন্দন কলকাতাতেই অনুশীলন করবেন।

নন্দন দেবনাথ

আলিপুরদুয়ার জেলার মজিদখানা হাইস্কুলের ছাত্র নন্দনের স্কুলে পড়ার সময় থেকেই জিমনাস্টিকের প্রতি প্রবল আগ্রহ ছিল। বেশ কয়েক বছর জিমনাস্টিক প্র্যাকটিস করার পর জেলা ও রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় তিনি সফল হন। এরপর কলেজে পড়ার সময় ২০১২ সালে লন্ডন অলিম্পিকে কুস্তিতে সুশিল কুমারের সিলভার পদক জয় নন্দনকে অনুপ্রানিত করে। এরপরই কুস্তির প্রতি তাঁর আগ্রহ বেড়ে যায়। এই এলাকায় কুস্তির কোন পরিকাঠামো না থাকায় একপ্রকার কোচ ছাড়া বাড়িতেই কুস্তির চর্চা শুরু করেন তিনি। ২০১৫ সালে কুস্তিতে তাঁর প্রথম সাফল্য আসে। সে বছরই ৫৭ কেজি বিভাগে অংশ নিয়ে রাজ্য সেরা হন নন্দন। পর পর দুই বছর সাফল্য ধরে রেখে হ্যাটট্রিক করেন তিনি। ২০১৮ সালে ইন্দো-বাংলাদেশ প্রতিযোগিতায় অসুস্থ হয়ে পড়ায় ম্যাচ ছাড়তে বাধ্য হন তিনি। সিলভার পদক নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় তাঁকে। এরপরই আর্থিক অনটনের কারণে বেসরকারি সংস্থায় কাজ নিয়ে ভিন রাজ্যে পাড়ি দেন নন্দন। তিন মাস আগে কাজ ছেড়ে বাড়ি ফিরে আসেন তিনি। এই কয়েক মাসের অনুশীলনেই ৬০ কেজি বিভাগে রাজ্য সেরা হন তিনি।

নন্দন জানান, এখানে কুস্তির জন্য কোন পরিকাঠামো নেই। জাতীয় স্তরে সাফল্য পেতে গেলে খুব ভালো প্রাকটিস দরকার। তাই আপাতত কলকাতায় রাজ্য কোচের কাছেই চর্চা চালিয়ে যাব।

শিলিগুড়িতে চলছে ফুটবলের দলবদল

শিলিগুড়ি: করোনাজনিত বিধিনিষধ সঙ্গী করেই ফুটবলের দলবদল চলছে শিলিগুড়িতে। সতর্কতা থাকলেও ফুটবলে ফেরার খুশিটা চোখে পড়ছে খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাদের মধ্যে। আর্থিক সংকট সত্ত্বেও মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ডাকে সারা দিয়েছে ক্লাবগুলি।

ইউনাইটেড স্পোর্টসের হয়ে এবার কলকাতা লিগে সাড়া ফেলে দেওয়া রাজা বর্মণকে সই করিয়ে চমক দিয়েছে মহানন্দা স্পোর্টিং ক্লাব। এদিকে বসে নেই বিবেকানন্দ ক্লাবও। রেলওয়ে এফসি-র হয়ে কলকাতা লিগে খেলা গোলকিপার রানা চক্রবর্তীকে তারা তুলে নিয়েছে। সঙ্গে ভবানীপুর এফসি থেকে নিয়েছে রাইট উইঙ্গার সুজয় দত্ত ও স্ট্রাইকার প্রীতম সরকারকে। উল্লেখ্য, রানা আগে ২০১৩-১৪ সালে বিবেকানন্দের হয়ে খেলেছেন। বিবেকানন্দ মোট ১০ জনকে এদিকে সই করায়।

রাজা, সুব্রতর মতো প্রতিভাবানদের পাশে পেয়ে বাকি দলগুলির দিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়েছেন মহানন্দার সচিব অরূপ মজুমদার। তিনি বলেন, ২০১৯ সালে লিগে আমরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম। সেবার থেকেও এবার আমাদের দল শক্তিশালী। লিগে কি হবে তা ভবিষ্যৎ বলবে। তবে আমরা ফেভারিট হিসেবেই মাঠে নামব। দেশবন্ধু স্পোর্টিং এদিন সুরজ রসৌলি সহ দুই জনকে সই করিয়েছে।

ছবি: শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম

ড্র-তে শেষ হল সুপার ডিভিশন

জলপাইগুড়ি:১ নভেম্বর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ফুটবল লীগ অনুষ্ঠিত হয়। জলপাইগুড়ির টাউন ক্লাব স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ফাইনাল ম্যাচে পরস্পরের মুখোমুখি হয় এফএউসি ও জেওয়াইএমএ। ফাইনাল ম্যাচটি গোলশূণ্য ড্র শেষ হয়েছে।

ডুয়ার্স কাপে চ্যাম্পিয়ন মালবাজার

মেটেলি: ডুয়ার্স কাপ নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হল মালবাজার এইচএফসি। ১ নভেম্বর তরাই -ডুয়ার্স স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে প্রেম নগর মাঠে ফাইনাল ম্যাচে আয়োজিত হয়। ম্যাচের নির্ধারিত সময় ২-২ গোলে শেষ হয়। পরে টাইব্রেকারে মালবাজার এইচএফসি ৪-৩ গোলে নাগরাকাটার ইএমআরএকে হারিয়ে ম্যাচে বিজয়ী হয়। ফাইনাল ম্যাচে মালবাজার এইচএফসি দলের হয়ে হয়ে গোল করেন কৃণাল ওরাঁও ও জীৎ বিশ্বাস এবং নাগরাকাটা ইএমআরএ দলের হয়ে পক্ষে গোল করেন অখিলদীপ টপ্পো ও জনসন কুজুর।

নর্থ বেঙ্গল ওপেন ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ

ময়নাগুড়ি: ৩১ অক্টোবর দার্জিলিং জেলায় নর্থ বেঙ্গল ওপেন ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হয়। শিলিগুড়ির দিল্লি পাবলিক স্কুলে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগীতায় ময়নাগুরি ৬ জন প্রতিযোগী জয়লাভ করেন। প্রতিযোগিতায় ১টি সোনা, ১টি সিলভার এবং ৪টি ব্রোঞ্জ জয় লাভ করেন ময়নাগুড়ির প্রতিযোগীরা। তাদের আগামীতে লক্ষ্য ভারতের হয়ে অলিম্পিক খেলায় অংশগ্রহণ করা। সেই লক্ষ্যেই চেষ্টা চালাচ্ছে প্রতিযোগীরা।

ময়নাগুড়ি স্পোর্টস অ্যান্ড ক্যারাটে অ্যাকাডেমির সম্পাদক কাশী দেবনাথ ২ নভেম্বর তাদের হাতে সম্মান তুলে দেন। কাশী বাবু জানান, গত ৩১ অক্টোবর দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ির দিল্লি পাবলিক স্কুলে এই প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে আমাদের ৬ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে সোনা পেয়েছে সুবোধ মণ্ডল, সিলভার পেয়েছে হিমানি রায়, এবং ব্রোঞ্জ পেয়েছে বিকি রায়, রাজেশ রায়, মনোজ রায়, শুভঙ্কর তরফদার।

জাতীয় স্তরের তাইকোন্ডো চ্যাম্পিয়নশিপে ভাল ফল জলপাইগুড়ির

জলপাইগুড়ি: মহাত্মা গান্ধী জাতীয় ওপেন চ্যাম্পিয়নশীপে ৮ টি সোনা, ৬ টি রুপো ও ১২ টি ব্রোজ জিতেছে জলপাইগুড়ির ছেলে-মেয়েরা। গত ১ অক্টোবর থেকে ৪ অক্টোবর পর্যন্ত অনলাইন এর মাধ্যমে জাতীয় স্তরের তাইকোন্ডো প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। চ্যাম্পিয়নশীপে জলপাইগুড়ি জেলার নাম উজ্জ্বল করেছে দাদাভাই তাইকুন্ডু একাডেমির খেলোয়াররা।

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় ওপেন চ্যাম্পিয়নশিপটি হরিয়ানায় সর্দার প্যাটেল অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলে সেটি করোনা মহামারির কথা মাথায় রেখে অনলাইনের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। ২৯ অক্টোবর, শুক্রবার জলপাইগুড়ি শহরের দাদাভাই ক্লাব প্রাঙ্গণে খেলোয়াড়দের হাতে পদক এবং শংসাপত্র তুলে দেন সংস্থার কোচ পাপ্পু গুহ রায়।

ঝানজিরি যুব সংঘের ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন আপনজন

চোপড়া: ঝানজিরি যুব সংঘের ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হল কালাগছ আপনজন। ৩ নভেম্বর ফাইনাল ম্যাচে কালাগছ আপনজন ২-১ গোলে বানুগছকে হারিয়েছে। টুর্নামেন্টের ফাইনাল যুব সংঘের মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। ফাইনাল ম্যাচে কালাগছ আপনজনের হেমন্ত সোরেন জোড়া গোল করেন। বানুগছের দল থেকে একমাত্র গোলটি করেন মহম্মদ মান্নান। প্রতিযোগিতার সেরা হিসেবে পুরস্কার পেয়েছেন মহম্মদ মান্নান। এর আগে টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ ১-১ ছিল, পরে টাইব্রেকারে কালাগছ আপনজন জমিরুল ইয়ং স্টারের বিরুদ্ধে ৩-২ গোলে জিতে।

কবাডি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল ঘোকসাডাঙায়

মাথাভাঙ্গা: গ্রামবাংলার অন্যতম জনপ্রিয় খেলা কবাডি, এই খেলাকে ধরে রাখতে প্রতিবছর মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ঘোকসাডাঙার লতাপাতা গ্রাম পঞ্চায়েতের বৌলবাড়ি গ্রামে একটি হাডুডু প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়ে থাকে। এবছরও ২৭ অক্টোবর ঘোকসাডাঙার কালীবাড়ি বাঁধের পাড় এলাকায় নব যুব সংঘের উদ্যোগে দিবা রাত্রি কবাডি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করা হয়। এবছর প্রতিযোগিতায় আসেপাশের মোট আটটি দল অংশগ্রহণ করেছে। এই বিষয়ে খেলা পরিচালনা কমিটির সদস্য সহাজুদ্দিন মিঞা জানান, ৩৩ বছর থেকে এই খেলা হয়ে আসছে, মূলত গ্রাম বাংলার কৃষ্টি কালচার ধরে রাখতে এই তাদের এই উদ্যোগ।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কর্তৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96